শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস।

([illegible])

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত।

বাগবাজার, ২নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন হইতে
শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩০৬

কলিকাতা,
৭ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার.
কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
প্রিণ্টার—শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী।

মূল্য ॥০ আট আনা।

ভূমিকা।

এই চারিশত বৎসর হইল কাঞ্চননগরে (কাটোয়া) শ্রীনিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাসের দিন সেই স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর আকর্ষণে অসংখ্য লোক সমবেত হয়। সেই সময় কারুণ্য-রসের এরূপ তরঙ্গ উঠে যে, বহুতর লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে। তখন যে ক্রন্দনের রোল উঠে তাহার প্রতিধ্বনি এখনও শুনা যায়। মহাজনগণ এই অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত ঘটনা নাটকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ১৩৭ খানা নাটকের কথা শুনা যায়। যখন যেখানে এই নাটক অভিনীত হইয়াছে, সেইখানেই দর্শকগণের মধ্যে তরঙ্গ উঠিয়াছে ও তাহাতে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পবিত্রকৃত হইয়াছেন। দুঃখের মধ্যে এই সমুদায় নাটকের মধ্যে স্থানে স্থানে আনুমানিক কথা আছে। সেই দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত আমি এই নাটকখানি লিখিলাম। ইহাতে প্রকৃত ঘটনা লিখিত হইয়াছে, বিন্দুমাত্রও কল্পনা নাই।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।



নিমাই-সন্ন্যাস

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিমাই পণ্ডিতের টোলের সম্মুখস্থ রাস্তা।

(পড়ুয়াগণ)

১ম পড়ুয়া। ভাই, আমাদের অধ্যাপকের বয়স কম ব'লে অনেকে আমাদের ঠাট্টা করে। কিন্তু এই নদীয়ায় তাঁর মতন পণ্ডিত আর কে আছেন? যখন কাশ্মীরের দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত এলেন, তখন বড় বড় অধ্যাপক মহাশয়েরা নদীয়া ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তখন আমাদের শিশু অধ্যাপকই নদীয়ার মান রক্ষা করেন। "বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙ্গাইতে মাথা করে হেঁট।"

২য় পড়ুয়া। ভাই, আর এক মজা দেখেছ? আমাদের অধ্যাপক চঞ্চলের শিরোমণি, কিন্তু যখন পড়াতে বসেন, তখন কার সাধ্য মাথা তুলে কথা কয়? ঐ যে পণ্ডিত মশাই আস্ছেন।

(নিমাই পণ্ডিতের প্রবেশ ও পড়ুয়াগণের নমস্কার)

নিমাই। ভাই, চল সকলে পসারে যাই। আজ অনেক জিনিস আন্তে হবে।

১ম পড়ুয়া। কড়ি এনেছেন ত?

নিমাই। গৃহে কপর্দ্দক মাত্র নাস্তি।

১ম পড়ুয়া। তা'হলে কি ধারে কিন্‌বেন?

নিমাই। ধার কত্তে নেই। ধার করাকে আমি অধর্ম্ম মনে করি। যদি না শোধ ক'রে মরে যাই, তবে চিরঋণী থাকৃতে হবে।

২য় পড়ুয়া। পয়সা নেই, অথচ ধারেও কিন্‌বেন না; তবে জিনিস পাবেন কি ক'রে?

নিমাই। আরে ভাই যদিও পয়সা নিচ্চি না, তবুও এক বোঝা আশীর্ব্বাদ ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাচ্চি। দেখি, যদি এই আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে কিছু পাই। (হাস্য ও নেপথ্যে দেখিয়া) ওকে যায়? মুকুন্দ না? দেখেছ দেখেছ ওর কাণ্ডটা দেখেছ? আমায় লুকিয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে পালাচ্চে, পাছে আমার হাতে ধরা পড়ে। চাটগেঁয়ে বাঙ্গাল বদ্যিটা আমায় দেখে পালায় কেন, বল্‌তে পার?

১ম পড়ুয়া। বোধ হয় বিশেষ কোন দরকার আছে।

নিমাই। তা নয়। বাঙ্গাল্‌টা বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত; আর আমি পাষণ্ড। আমার সঙ্গ ক'লে ওর কৃষ্ণভক্তি হ্রাস হবে সেই জন্তে পালাচ্চে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও-মুকুন্দ পালাস কেন? এই দিকে আয়। ভয় নেই আমি তোকে ছোঁব না।

(মুকুন্দের প্রবেশ ও প্রণাম)

মুকুন্দা, বাত কাইচ'। "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, মস্ত এক জন্তু, লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে ল্যাজ নেই কিন্তু।" মুকুন্দ, আমি তোমাগর দ্যাশে গিয়েলাম।

মুকুন্দ। "গিয়েলাম" চাটগাঁয়ের কথা নয়।

নিমাই। তা যাক্ মুকুন্দ, তুই আমায় দেখে পালাস কেন? তুই বৈষ্ণব, আর আমি পাষণ্ড, তাই আমার কাছে আস্‌তে তোর ভয় হয়, পাছে তোর ধর্ম্ম নষ্ট হয়—না? কিন্তু দ্যাক্ তোকে এক কথা বলে রাখি—আমিও একদিন বৈষ্ণব হ'ব, কিন্তু সে তোর মত ভণ্ড বৈষ্ণব নয়। আমি এমনি বৈষ্ণব হ'ব যে ব্রহ্মা ও মহাদেব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে উপস্থিত হবেন। তখন, তুই ঠিক জানিস, তোকে আমার পেছনে ছায়ার মত বেড়াতে হবে।

(গদাধরের প্রবেশ)

এই যে গদাধর এসেছ। বেশ, বেশ। কাল্‌কে বিচারের শেষ না হ'তেই তুমি পালিয়ে যাও। আজ আর তোমায় ছাড়্‌চি না। (হস্তধারণ) তুমি আমায় কাল্‌কের সেই ফাঁকিটার উত্তর দিয়ে যাও।

গদাধর। তোমার পায়ে পড়ি, আমার হাত ছেড়ে দাও, আমার ভারি কাজ আছে। আমি শিগ্‌গির যাব।

নিমাই। বেশ, আমার ফাঁকির উত্তর দিয়েই শিগ্‌গির চলে যাও।

গদাধর। তোমার একশো বার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও। আমি কি তোমার সঙ্গে তর্কে পারি? তুমি বড় নির্দ্দয়। আমি তোমায় গুরুর মত মান্য করি, দাদার মত ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমায় দেখ্‌লেই জালাতন কর।

নিমাই। সে যাহ'ক। এখন ফাঁকির উত্তর না দিলে তোমায় ছাড়্‌চিনি।

গদাধর। আমি তোমার সঙ্গে জোরে পারি না। আমার হাত ছেড়ে দাও (টানাটানি)। আমাকে দেখ্‌লেই উনি জ্বালাতন করেন (ক্রন্দন)।

নিমাই। (হাত ছাড়িয়া) ছি গদাধর, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ—কাঁদ্‌লে? আচ্ছা তর্ক এখন থাক্, চল পসারে যাই।

(শ্রীবাসের প্রবেশ)

শ্রীবাস। কোথা যাও, উদ্ধতের শিরোমণি?

নিমাই। (নমস্কার) আজ্ঞে, আজ্ঞে———।

শ্রীবাস। কথার উত্তর দাওনা যে, নিমাই?

নিমাই। আজ্ঞে, আমি মনে মনে একটী ধাতু সাধিতেছিলাম, সেইজন্য অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই আপনাকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, ক্ষমা করুন।

শ্রীবাস। তোমার বৈকুণ্ঠবাসী পিতা জগন্নাথ মিশ্র আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তুমি আমার অতি প্রিয়, তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইয়াছি। তুমি এখন নবদ্বীপ-জয়ী পণ্ডিত হইয়াছ, ইহা আমার পরম গৌরবের কথা। কিন্তু বিবেচনা কর, তুমি যে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছ, আর দিবানিশি মস্তিষ্কচালনা করিতেছ, ইহাতে তোমার লাভ কি? শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-প্রাপ্তি জীবের পরম পুরুষার্থ, এই বিফল বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম পাইবে? যেমন বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছ ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর। তোমার ন্যায় পণ্ডিতের এইরূপে জীবন-যাপন করাই উচিত। আমাদের বৈষ্ণব-দল দুর্ব্বল, তোমাকে যদি দলে পাই, তবে আমাদের বল শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

নিমাই। (মস্তক অবনত করিয়া) পণ্ডিত, আপনার উপদেশ-বাক্য শিরোধার্য্য। তবে কি না, আমার বয়স অল্প, জিগীষা বৃত্তিটা বড় প্রবল। এখন মোটে শ্রীকৃষ্ণের দিকে মন যায় না, কেবল ইচ্ছা করে তর্ক করিয়া সকলকে পরাস্ত করি। পণ্ডিত, আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন, এইরূপ জয় করিয়া করিয়া আমার জিগীষা বৃত্তিটা ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে। তখন আমি ভাল লোক আনিয়া এমন ভক্ত হইব, (কাপড় দিয়া মুখ চাপিয়া হাস্য নিবারণ) যে, অজ ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারস্থ হইবে। (হো হো করিয়া হাস্য, শ্রীবাস ও সকলের হাস্য।)

শ্রীবাস। বেশ লোককে সদুপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। ভাল, নিমাই তুমি পরমেশ্বরকে মান না?

নিমাই। শাস্ত্রে বলেন, "সোঽহং" তিনিও যে, আমিও সে। আমি যদি "তিনি" হইলাম তবে মানিব কাহাকে? আপনাকে? আমিই ত পরমেশ্বর।

শ্রীবাস। আমি চলিলাম, তোমাকে হারি মানিলাম। আমি সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকি যে, তোমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।

নিমাই। তা' অবশ্য হবে, আপনার আশীর্ব্বাদ কখন বিফলে যাবে না। (শ্রীবাসের প্রস্থান) চল ভাই, সকলে পসারে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাজার।

(পড়ুয়াগণের সহিত নিমাই পণ্ডিতের প্রবেশ)

তাম্বুলিয়া। ঠাকুর, এদিকে আসুন. পানের খিলি লইবেন না ?

নিমাই। দিলেই লই, কিন্তু ভাই, আমার কড়ি নাই।

তাম্বু। (স্বগত) কড়ি নাই। কিন্তু বামুন ঠাকুরের কাছে কড়ি নাই নিলাম। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, এই এক দোনা খিলি লউন, আমি কড়ি চাই না।

নিমাই। আমি বিনামূল্যে তোমার নিকট খিলি কেন লইব ?

তাম্বু। তাহা হইবে না ঠাকুর, আপনাকে লইতেই হইবে।

নিমাই। আমি বিনা কড়িতে কেন তোমার কাছে পান লইব ?

তাম্বু। কেন লইবেন বলিতেছি। আপনাকে আমার দিতে ইচ্ছা করিতেছে। এমন কি, আপনি যদি পান না লয়েন, আমি এখনি খুন হয়ে মরিব।

১ম পড়ুয়া। এ আবার কি রঙ্গ !

নিমাই। তবে দাও, তোমার প্রাণে মরা অপেক্ষা আমার পান লওয়া সহজ।

২য় পড়ুয়া। কড়িও লাগিল না, আশীর্ব্বাদও লাগিল না।

নিমাই। হাঁ, খিলিগুলি একেবারে অমনি পাওয়া গেল। (অগ্রসর)

তন্তুবায়। ঠাকুর, একবার আমার পসারে আসুন, উত্তম শান্তিপুরে শাড়ি ও ধুতি আছে।

নিমাই। (তন্তুবায়ের পসারে যাইয়া) কই দেখি, তোমার কেমন শাটি আছে। (দর্শন ও পরীক্ষা) এই শাটিখানি আমার পছন্দসই,

মূল্য কি লইবে ? আর মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি করিব? হস্তে কপর্দ্দক মাত্র নাই।

তন্তু। সেজন্য ভাব্‌ছেন কেন ঠাকুর, মূল্য না থাকে ধারে লইয়া যান।

নিমাই। ধারে! ধার কি করিতে আছে ?

তন্তু। মূল্য নাই, অথচ ধারে লইবেন না, তবে শাড়ি লইবেন কিরূপে ?

নিমাই। তাইত, লওয়া আর হয় কই ? কিন্তু শাটিখানি বেশ।

তন্তু। ঠাকুর, আপনি শাড়ি লইয়া যান, এক বৎসর পরে মূল্য দিবেন।

নিমাই। সেও তো ধারে লওয়া হইল।

তন্তু। ঠাকুর, আপনার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, আমি আপনার নিকট এক কড়িও মুনফা লইব না, আমাকে ক্রয়ের মূল্য মাত্র দিবেন।

নিমাই। আমি বলিলাম, আমার নিকট কপর্দ্দক মাত্র নাস্তি। ভাই আমাকে ক্ষমা কর, আমি চলিলাম।

তন্তু। তবে চলুন, আমি শাড়ি লইয়া আপনার বাড়ী যাইতেছি, সেখানে গিয়া আমাকে মূল্য দিবেন।

নিমাই। বাটীতে কড়ি থাকিলে কি শূন্য হস্তে পসারে আসি ?

তন্তু। তবে তো আমি বড় বিপদে পড়িলাম। ঠাকুর, আপনি শাড়ি লইয়া যান, ইচ্ছা হয় মূল্য দিবেন, না হয় না দিবেন

নিমাই। তাহার মানে, একপ্রকার ধারে লইতে হইবে ?

তন্তু। তবে তো আমি বড় বিপদে পড়িলাম, আমি যে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি।

১ম পড়ুয়া। কেন হে পসারি, তোমার বিপদ কি ? পণ্ডিত না লয়েন তুমি অন্যের নিকট শাটি বিক্রয় করিবে। অন্ধকার দেখিতেছ তাহার কারণ কি ?

তন্তু। আমার মনের কথা শুনিবে ? আমি ব্যবসাদার, বিনামূল্যে শাড়ি

প্রাণান্তে দিতে পারি না। আবার ঠাকুর কি মন্ত্র জানেন জানি না, বস্ত্র উহঁাকে না দিলে আমার প্রাণ বাহির হইবে। (নিমাইকে সম্বোধন করিয়া) ঠাকুর, তুমি শাড়িখানা অমনি লও, তুমি কেবল আমাকে আশীর্ব্বাদ করিও, আমি আর কিছু চাই না।

১ম পড়ুয়া। সেবারের ন্যায় এবার একেবারে হইল না, কিছু আশীর্ব্বাদ লাগিল, দেখিতেছি। (পড়ুয়ার শাটি গ্রহণ ও তন্তুবায়ের নিমাইকে প্রণাম।)

নিমাই। (তন্তুবায়ের প্রতি) তোমার মঙ্গল হউক। (ছাত্রগণের প্রতি) চল শ্রীধরের ওখানে যাই, সেখানে যদি জয়ী হইতে পারি তবেই আমার জয়। (শ্রীধরের পসারে গমন) এই যে শ্রীধর! ভাল আছ তো?

শ্রীধর। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) পণ্ডিত, আমি ভালও নাই, মন্দও নাই। তোমার পায়ে পড়ি, আমি দরিদ্র বটে তবু ব্রাহ্মণ, আমার সহিত কোন্দল করিও না।

নিমাই। (পড়ুয়াগণের প্রতি) এই যে শ্রীধরকে দেখিতেছ, ইনি আমার যোগানিয়া, ইনি আমার কলার পাতা, খোলা ও থোড় দিয়া থাকেন। লোকটী বড় কৃপণ, অনেক টাকা আছে। পর্ণকুটীরে বাস, কিন্তু কুটীর অর্থে পরিপূর্ণ।

শ্রীধর। আমার ধন আছে? আমার যদি ধন থাকিবে তবে বামুনের ছেলে হইয়া খোলা বিক্রয় করিব কেন?

নিমাই। আর এক দোষ এই যে, তুমি দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য লও।

শ্রীধর। ভাল, আমি যদি দ্বিগুণ মূল্য লই, আমার পসারে আইস কেন?

নিমাই। (পড়ুয়াগণের প্রতি জনান্তিকে) এই শ্রীধর পরম ভক্ত ও সত্যবাদী, কাজেই ইহার সহিত কোন্দল করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? (শ্রীধরের

প্রতি) আমি অন্য পসারে যাইব কেন, আমি যোগানে কেন ছাড়িব? ভাল শ্রীধর, তুমি যাহা লাভ কর তাহার অর্দ্ধেক গঙ্গাকে দাও, আমাকেও না হয় কিছু দিলে! আমিও তোমার উপর কিছু দাবী রাখি। জান, তুমি যে গঙ্গাকে অর্দ্ধেক দাও, আমি তাহার পিতা।

শ্রীধর। (কর্ণে হস্ত দিয়া) শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! তোমার গঙ্গাকে করিয়াও কি কিছু ভয় নাই? লোকে যত বড় হয় ততই শান্ত হয়, তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ।

নিমাই। তা যাউক, তোমার অনেক পোঁতা ধন আছে, তাহা কি মিথ্যা?

শ্রীধর। দোহাই পণ্ডিত, আমার সহিত কোন্দল করিও না, আমি তোমাকে পাতা, খোলা ও থোড় বিনামূল্যে দিব।

নিমাই। তবে আর বিবাদ কি? তোমার যে অপবাদ করেছি তাহা উঠাইয়া লইতেছি। তোমরা সকলে শুন, শ্রীধর কৃপণ নয়, তাহার টাকা পোঁতাও নাই, শ্রীধর অনেক মূল্যও বলে না। কিন্তু শ্রীধর, মনে থাকে যেন, বিনামূল্যে আমাকে থোড়, পাতা ও খোলা দিতে হইবে। (পড়ুয়াগণের প্রতি) এবার আশীর্ব্বাদে নয়, এবার কেবল ধমক দিয়া জয়ী হইয়াছি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শচীর অন্তঃপুর।

মালিনী ও শচী।

শচী। বিজয়া দিবসে নিমাই গয়াধামে গেল, তা জান। পিতৃকার্য্য করিতে যাবে বলিয়া যাইতে নিষেধ করিতে পারিলাম না। নিমাই চঞ্চল জানিয়া সঙ্গে তাহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন গেলেন; তাহার নিজের অনেকগুলি পড়ুয়াও গেল। এই চারি মাস পরে অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছে।

মালিনী। নিমাই নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এই নদীয়া নগরে নানাস্থানে আনন্দোৎসব! কেবল তুমিই বিমর্ষ। আমাকে ডাকিয়াছ কেন, কি হইয়াছে? তুমি কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলাইয়াছ কেন?

শচী। ভগিনী, তাই বলিতে তোমাকে ডাকিয়াছি। প্রথমে, পর পর আটটী মেয়ে হইল, সমুদায়গুলি মারা গেল। তাহার পরে পুত্র বিশ্বরূপ হইল। বিশ্বরূপের জন্মের দশ বৎসর পরে নিমাই জন্মিল। বিশ্বরূপ রূপে গুণে জগতে ধন্য, কিন্তু সে ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হ'য়ে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে দেখি নাই। (ক্রন্দন)

মালিনী। চুপ কর, নিমাইকে লইয়া শান্ত হও। অমন পুত্র যার, তার আবার দুঃখ কি? নিমাইয়ের যে মা, সে জগতে ধন্যা।

শচী। শুন ভগিনী, স্বামী বৈকুণ্ঠে গেলেন, নিমাইয়ের মুখ চাহিয়া আমি প্রাণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার পর নিমাইয়ের বিবাহ দিলাম, নিমাই দিগ্বীজয়ী পণ্ডিত হইল। এক রকম সুখে ছিলাম। বউমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কিন্তু নিমাই বুঝি তাহার দাদার মত সংসার ছাড়িয়া যায়। সে বুঝি আর ঘরে থাকে না।

মালিনী। দিদি, তোমার বয়স বোধ হয় বাহাত্তর হইয়াছে, কাজেই তোমাকে বাহাত্তরে ধরিয়াছে, নিমাই নাকি আবার সংসার ছাড়িয়া যাবে! ঘরে রূপবতী যুবতী স্ত্রী, নিমাই নিজে বিদ্যারসে উন্মত্ত। বিশ্বরূপের মত তাহার ধর্ম্মে তত অধিক আসক্তি নাই।

শচী। ভগিনী, নিমাইএর এখন আর সে ভাব নাই। নিমাইর আজ যে ভাব দেখিলাম তাহাতে আমার প্রাণ শুখায়ে গিয়াছে। নিমাই গয়া হইতে আর এক বস্তু হইয়া আসিয়াছে।

মালিনী। নিমাইর আবার ভাব কি? সর্ব্বদা হাসিতেছে। সকলের সহিত আমোদ, সাঁতার কাটিয়া তার এত আমোদ যে প্রত্যহ চারিবার করিয়া গঙ্গাপার না হইলে নয়। নিমাই হাঁটিতে জানে না, যখন চলে তখন দৌড়াইয়া চলে, সেই নিমাই নাকি আবার সন্ন্যাসী হ'বে?

শচী। ভাই, নিমাই গয়ায় সে সব ভাব ফেলিয়া দিয়ে আসিয়াছে। এখন নূতন মানুষ হয়েছে।

মালিনী। দিদি, নিমাই সম্বন্ধে তাঁহার এক ছাত্র যে কবিতা করিয়াছে তাহা তুমি কি শুনিয়াছ? আমার মনে আছে, ছড়াটী বলিতেছি শুন :—

অতি শিশুমতি সরল প্রকৃতি।
তাহে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বৃহস্পতি পতি ॥
সুধাংশু বদন কাঞ্চন বরণ।
সুবলিত অঙ্গ মধুর বচন ॥
কমল লোচনে বহিতেছে বারি।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ পরাণ হামারি ॥

* * * *

সাড়ে চারি হস্ত অঙ্গ দৈর্ঘ্যে পরিমাণ।
রূপ দেখি করে সবে দেব শিশু জ্ঞান॥
নব্যকালে দিগ্বিজয়ী করিলেন জয়।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মোর প্রাণনাথ হয়॥

*　　*　　*　　*

কৌতুক রহস্য　　সদা সঙ্গি সঙ্গে।
সাঁতারে আনন্দ　　গঙ্গার তরঙ্গে॥
নগর ভ্রমণ　　চপলের মত।
নৌকা বিহারাদি　　দৌড়াদৌড়ি রত
আমার গৌরাঙ্গ　　বড়ই চঞ্চল।
সেই গুণে মোর　　পরাণ হরিল॥

*　　*　　*　　*

রূপের সাগর　　গুণের পর্ব্বত।
মধুর প্রকৃতি　　পবিত্র চরিত॥
ভালবাসা দিয়া　　গঠিত হৃদয়।
অলপে সন্তোষ　　দোষ নাহি লয়॥
গুরুজনে দেখি　　তখনি প্রণাম।
ছোট বড় সবা　　সমান সম্মান॥
তার কত গুণ　　কহিতে না জানি
গৌরাঙ্গ পাগল　　করিল পরাণী॥

*　　*　　*　　*

নির্ম্মল শীতল সদা যার মন।
মুখে মধু হাসি প্রসন্ন বদন॥
স্নেহ দিঠে চাহে সকলের পানে।
সদা বিন্দু ঝরে কমল নয়নে॥
যার মধু ভাষে জুড়ায় শ্রবণ।
হেন শ্রীগৌরাঙ্গ আমারি শরণ॥

তাহার পর, নিমাই যত চঞ্চলই হউক তাহার হৃদয় খানি স্নেহে আর দয়ায় পরিপূর্ণ, তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে যে সে তোমাকে ফেলিয়া যাবে, তাহা কখনই হইতে পারে না।

শচী। ভগিনী, নিমাই চারি মাস পরে বাড়ী আসিয়াছে, আনন্দে দৌড়াইয়া বাহিরে গেলাম। যাইয়া দেখি যেন অন্যমনস্ক, প্রথমে যেন আমাকে চিনিতে পারে না, আমি গলা ধরিলাম, তখন যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। আর অমনি তটস্থ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। কথা কহিতে গেল, কিন্তু কথা কহিতে চোখে জল আসে, মনের আবেগে কথা কহিতে পারে না। নদীয়ার অনেক লোক তাহাকে সম্ভাষণ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের সহিতও ঐ ভাব। যেন দীনের দীন, যাহার তাহার পায় ধরিতে যায়, আর সর্ব্বদা মুখে কি নাম জপ করে, বোধ হয় কৃষ্ণ নাম।

মালিনী। কেন, এরূপ হইল কেন?

শচী। আমি নিমাইর ভাব দেখিয়া তাহার মেসো ও সঙ্গিগণকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা যে কথা বলিল, শুনিয়া আমার প্রাণ চমকিয়া গেল। ভগিনী, তুমি ঈশ্বর পুরীর নাম শুনিয়াছ? তাঁহার মত ভক্ত আর জগতে কেহ নাই। তাহারা বলিল যে, গয়াতে নাকি

এই ঈশ্বরপুরী নিমাইকে মন্ত্র দিয়াছেন। ঈশ্বরপুরী যেই মন্ত্র দিলেন অম্‌নি নিমাই বিহ্বল হইল। সেই অবধি তাহার মুখে কেবল কৃষ্ণ নাম, আর সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান হইল না।

মালিনী। তা দিদি, ভয় পাও কেন, ঘরে যে বউ আছে সেই তাহাকে দু'দিনে ভুলাইবে। কৃষ্ণ নাম জপ, সে তো ভাল কথা, তুমি মিছা ভয় পাইও না, আমি বাড়ী চলিলাম।

[মালিনীর প্রস্থান।

শচী। বেলা গেল, সংসারের কার্য্য সকালে সারিয়া লইতে হইবে। কোথা মা বিষ্ণুপ্রিয়া, একবার এদিকে এসো। (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ) মা, নিমাই চারি মাস পথে পথে। সকালে সকালে পাক সমাপ্ত কর। আর তাহার যাহাতে সকালে শোওয়া হয় তাহা করিও। শীঘ্র চুল বাঁধ, আর বেশ ভূষা কর, নূতন লেপটা পাড়িয়া লও।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নিমাইয়ের শয়ন-কক্ষ।

(পালঙ্কে নিমাই বাম হস্তোপরি মুখ রাখিয়া উপবিষ্ট, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার চন্দনের বাটী ও ফুলের মালা লইয়া প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি, বসে' বসে' ঘুমাইতেছ না কি? (একটু পরে) কথা কও না যে! কি, রাগ করেছ? দেখি, মুখ দেখি? (হস্ত দ্বারা মুখোত্তোলন) একি, তোমার চোখে জল কেন, তুমি কান্দিতেছ না কি? তুমি কান্দ কেন? ওমা, একি!—রোদন? চারি মাস পরে বাড়ী আসিয়া আমাকে দেখিয়াই রোদন! কথা কও, কথা কও! হয়েছে কি? আমি কি অপরাধ করিলাম! যেন জ্ঞান নাই। একি হইল? মাকে ডাকিয়া আনি।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান ও শচীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

শচী। নিমাই, তুই না কি কাঁদছিস্? ও নিমাই, নিমাই কথা ক'। হলো কি? দেখ নিমাই কেমন হয়ে পড়েছে। এই যে নিমাইর নয়ন ধারায় বিছানা ভাসিয়া গিয়াছে। (মাথায় হাত দিয়া) বাপ, তুমি কাঁদ কেন? ও নিমাই, নিমাই, আমার মাথা খাইস কথা ক,' তুই কাঁদিস কেন? (মাথা অল্প অল্প ঝাঁকান)

বিষ্ণু। মা, বোধ হয় যেন অচেতন।

শচী। চোখে জলের ছাট্ মারিতে থাকো। (জলের ছাট মারণ) ও নিমাই, তুই কাঁদিস কেন?

নিমাই। (অল্প চেতন পাইয়া) মা, আমি, আমি—আমি, মা তুমি কি বল্‌ছো?

শচী। বল্‌ছি আমার মাথা আর আমার মুণ্ড! চারি মাস পরে বাড়ী আসিলে, নদীয়ার সকলেই আনন্দিত, আর তুমি কাঁদিতেছ? তোমার মনে কি দুঃখ? তোমার অভাব কি? তুমি অধ্যাপকের শিরোমণি, তুমি লোকের পূজ্য। তুমি কাঁদ কেন?

নিমাই। আমি কি কাঁদিতেছি? কই মা, আমি তো বড় আনন্দে আছি।

শচী। আনন্দে তো খুব আছ। যে অবধি বাড়ী আসিয়াছ সে অবধি তুমি অন্যমনস্ক। চোখের জল নিবারণ করিতে যাইতেছ, পারিতেছ না। আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কও না। বউ মা ঘরে এলেন, ঐ দেখ, চন্দন ও ফুলের মালা পড়িয়া রহিয়াছে, আর তুমি কাঁদিতেছ?

নিমাই। মা, তুমি ব্যস্ত হইও না। তুমি আমার নয়ন জল দেখিয়া দুঃখ পাইয়াছ, ইহাতে মনে বড় ব্যথা পাইলাম। কিন্তু আমার এ দুঃখের নয়ন জল নয়, আনন্দের নয়ন জল।

শচী। আনন্দের নয়নজল আবার কি?

নিমাই। মা, আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমাইয়া বড় একটী শুভ-স্বপ্ন দেখেছি। মা, শুনিবে তো শুন। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে একটী কৃষ্ণবর্ণ যুবা পুরুষ, আহা তাঁহার রূপে জগৎ আলো করিয়াছে, তাঁহার সমুদায় অঙ্গ দিয়া লাবণ্য চোঁয়াইয়া পড়িতেছে, গলে বনমালা। তিনি আমার কাছে আইলেন, আমার নিকটে আসিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার নয়ন দুটী পদ্মদলের ন্যায়, সে তো নয়ন নয়, যেন প্রেমের সরোবর। আমার দিকে চাহিয়াই আমার হৃদয়টী কাড়িয়া লইলেন, তিনি আমার প্রাণ, আমার প্রাণ, আমার—
(ঢলিয়া পতন।)

শচী। মা বিষ্ণুপ্রিয়া, শীঘ্র নিমাইকে ধর। দেখ, নিমাই আমার কেমন হইয়া পড়িয়াছে। স্থির নয়ন, নিমিষ নাই, নিমাই কি আমাকে

ছাড়িয়া গেল? ও নিমাই, নিমাই, কথা ক'। ঈশান, ও ঈশান, শীঘ্র ঘরের ভিতর এস, আমার নিমাই কেমন হ'য়ে প'ড়লো।

(ঈশানের প্রবেশ)

ঈশান। কি মা, কি হয়েছে?

শচী। বাপ, নিমাই আমাকে স্বপ্নের কথা বলিতেছিলেন, বলিতে বলিতে অমনি ঢলিয়া পড়িলেন। এই দেখ, চোখের তারা স্থির, নয়নে নিমিষ নাই।

ঈশান। মা, অমন ভয় পাইতেছ কেন? ঠাকুরের ওরূপ মাঝে মাঝে হ'য়ে থাকে। গয়া হইতে আসিতে পথে অনেকবার ওরূপ হয়েছে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি। একটু ধৈর্য্য ধর। এই দেখ নিশ্বাস চলিতেছে, ভয় নাই। (চোখে জলের ছাট মারণ ও নাম ধরিয়া ডাকা এবং কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনান)

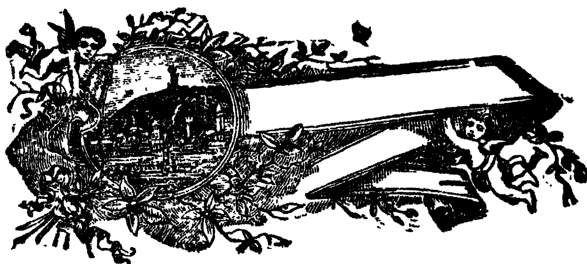
নিমাই। (হরি হরি বলিয়া উঠিয়া ইতি উতি চাহিয়া) মা, কি বলিতেছিলাম,—হাঁ, মনে হইয়াছে। তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, আমার দিকে একবার মাত্র চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আমি আর আমাতে নাই। মা, তাহার পরে তিনি যাহা করিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তিনি আসিয়া আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সে গাঢ় আলিঙ্গন পাইয়া আমার সমস্ত শরীরে আনন্দ-বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। মা, তিনি এখন কোথায় গেলেন? তাঁহাকে না দেখিয়া তো আমি বাঁচি না। আমাকে যদি বাঁচাইতে চাহ, তবে তাঁহাকে আনিয়া দাও। (ঊর্দ্ধমুখ হইয়া) ওগো, কে তুমি আমার চিত্ত চুরি করিয়া অদর্শন হইলে? (পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত ও শচীর ব্যস্ত হওন)

ঈশান। গয়া হইতে আসিতে ঠাকুর পথে এইরূপ কতবার মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। ভয় নাই, এখনই আরাম হইবেন, কৃষ্ণনামই ইহার ঔষধ। আহা, চন্দ্রবদন মলিন হয়েছে।

গীত।

চন্দ্রবদন মলিন হয়েছে রে।
হয়েছে রে, নয়ন ঝুরিছে রে॥
নিরবে রোদন,
নমিত বদন,
তরঙ্গে এলুয়ে এলুয়ে অঙ্গ পড়িছে রে॥





দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুরধুনী তীর—শ্রীনবদ্বীপের বারকোণা ঘাট।

ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাবাগীশ তীরে আসীন।

ন্যায়রত্ন। ওটী কে আস্‌ছেন? যেন নীলমণি। (নীলমণি তর্কবাগীশের প্রবেশ) কিহে নীলমণি, কবে আসিলে?

নীল। অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে।

ন্যায়। পাঠ সমাপ্ত হইল?

নীল। এক প্রকার, কিছু বাকী আছে। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই দেশে শীঘ্র আসিলাম।

বিদ্যাবাগীশ। ভাল নীলমণি, তুমি দেশ ছাড়িয়া মিথিলায় পড়িতে কেন গিয়াছিলে? এখন তো আমাদের নদীয়ায় ন্যায় পড়িবার বাধা নাই, বরং সুবিধাই আছে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম আমাদের সে দুঃখ

দূর করিয়াছেন। ত্রিহুতের নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় ছাত্র গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু পাঠ সমাপ্ত হইলে পাঠ্য গ্রন্থ আনিতে দিতেন না; যদি কেহ চুরি করিয়া গ্রন্থ আনিত, তাহার নিকট হইতে গ্রন্থ কাড়িয়া লইতেন। ক্ষণজন্মা সার্ব্বভৌম সমগ্র ন্যায় পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। এই অমানুষিক ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দ্বারা সার্ব্বভৌম নবদ্বীপের দুঃখ দূর ও মানরক্ষা করিয়াছেন।

নীল। যদিও ন্যায়ের গ্রন্থ আপনারা পাইয়াছেন, তথাপি অদ্যাপি ভাল অধ্যাপক পান নাই। ন্যায় শাস্ত্রের আকর স্থান,—ত্রিহুত। যে এক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ছিলেন, তাঁহাকেও তো উৎকলের সম্রাট প্রতাপ-রুদ্র বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে রাখিয়াছেন। নবদ্বীপে ন্যায়ের ভাল অধ্যাপক কই?

ন্যায়। কেন, কাণভট্ট? সার্ব্বভৌম নদীয়া ত্যাগ করিলে কাণভট্ট সেই স্থানে টোল করিয়াছেন। আর কাণভট্ট সার্ব্বভৌম অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, বরং অনেকে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলেন।

নীল। কাণভট্ট কে?

ন্যায়। কেন, দীধিতির গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথের নাম শুন নাই?

নীল। শুনিয়াছি, কে না শুনিয়াছে? তবে শৈশবাবধি মিথিলায় আছি, তাই সেখানে পাঠ-সমাপ্তি করিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এমন সময় শুনিলাম, নবদ্বীপে কি প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, তাই তাড়াতাড়ি আসিলাম।

ন্যায়। কি প্রকাণ্ড কাণ্ড?

নীল। এ কথা তো জগতে রাষ্ট্র হইয়াছে যে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পাইয়াছেন।

ন্যায়। (হাস্য) শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, এ কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? কতকগুলি চ্যাঙ্গড়া নিমাই পণ্ডিতকে ভগবান্ করিয়া তুলিয়াছে। নিমাই লোক ভাল ছিল, বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ ছিল, পাণ্ডিত্যও কিছু হইয়াছিল। কিন্তু দরিদ্রের সন্তান, ভগবানের পদ পাইয়াছে, ছানা ননী খায়, একেবারে তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

নীল। আমি বুঝিতে পারিলাম না। নিমাই পণ্ডিতের যদি ভগবান্ সাজিতে ইচ্ছা হয় তবে লোকে তাঁহাকে সে পদ দিবে কেন? কেহ ভগবান্ সাজিতে গেলে লোকে না তাহাকে পদতলে দলিত করে? অবশ্য অনেক লোক নিমাই পণ্ডিতকে ভগবান্ পদ দিয়াছে, আর লোকে তাঁহাকে না মানিলে জগতে এরূপ হুলস্থূল হইবে কেন? কোথায় আমি ত্রিহুতে;—সেখানে পর্য্যন্ত সংবাদ গিয়াছে।

বিদ্যাবাগীশ। প্রকৃতই নিমাই পণ্ডিতের অসীম শক্তি আছে। একে দেখিতে পরম সুন্দর, বোধ হয় এমন রূপবান ত্রিজগতে নাই। তাহাতে নূতন যৌবন। পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। তাহার ভক্তি দেখিলে প্রহ্লাদ কি শুকের প্রতি অবজ্ঞা হয়। এতগুলি গুণ যে আধারে আছে, তাহাকে লোকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে?

ন্যায়। তুমিও কি নিমাই পণ্ডিতের দলে নাকি? কথাবার্ত্তাতে তো সেইরূপ বুঝিতেছি।

বিদ্যা। নিমাই পণ্ডিতকে অবজ্ঞা করিও না। একবার তাঁহার শক্তি দেখ। বয়সে শিশু, এই তেইশ বৎসর মাত্র। ইহার মধ্যে তাঁহার পদ কিরূপ হইয়াছে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ! যখন দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরী আসিলেন, তখন অধ্যাপকগণ তাঁহার ভয়ে ঘরের বাহির হইতেন না। তিনি সেই শিশু-অধ্যাপকের নিকট পরাস্ত

হইলেন। এই নদীয়া নগরে অষ্টাদশবর্ষ বয়সে নিমাই টোল স্থাপন করিয়াছেন, ইহা কেহ কখন পারে নাই, আর তাঁহার যত ছাত্র, অত বোধ হয় আর কাহারও নাই। নদীয়ায় সহস্র টোল থাকিতে তাঁহার টোলে ছাত্র ধরে না, ইহারই বা কারণ কি? বুদ্ধিমন্ত খাঁ এক প্রকার নদীয়ার রাজা, তিনি সহস্র সহস্র অধ্যাপকের প্রতিপালক। সেই বুদ্ধিমন্ত খাঁ নিমাই পণ্ডিতকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেছেন; নদীয়ার কোটাল জগন্নাথ ও মাধব, যাহাদিগকে লোকে জগাই মাধাই বলে, এই নগরে তাহারা যথেচ্ছাচার করিত। ব্রাহ্মণকুমার হইয়াও গোবধ, ব্রাহ্মণবধ, মনুষ্যবধ, স্ত্রীবধ ও মদ্যপান করিত, তাহারা না করিত এমন কুকার্য্য নাই। লোকে বলিত, তাহাদের ন্যায় পাপী জগতে হয় নাই, হইবেও না। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিয়াছেন, এখন তাহাদের অনুতাপের রোদন দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহারা কাঙ্গালের কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া প্রতিজনের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া থাকে। এই নগরের রাজপ্রতিনিধি চাঁদকাজি গৌড়ের পাতসার দৌহিত্র, তিনি তাঁহার পাঠান সৈন্য লইয়া নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার ভক্তগণকে শাসন করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে হইল কি? সেই পাতসার দৌহিত্র এখন অনবরত কৃষ্ণনাম জপ করেন, আর তিনি নিমাই পণ্ডিতের পদানত হইয়াছেন। এরূপ লোককে সামান্য মানুষ কিরূপে বলা যায়?

ন্যায়। রাখিয়া দাও তোমার নিমাই পণ্ডিত। উহার নাম শুনিলে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠে। লোকটা একেবারে দেশ মজাইল। বলে কি না "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ।" ব্রাহ্মণকে অপমান করিতে ও তেলী মালী বেনে প্রভৃতি ছোট লোককে স্পর্দ্ধা দিতেই তাহার জন্ম। তাহার ধর্ম্ম প্রচার হইলে ব্রাহ্মণের পদ

থাকিবে না। আবার করে কি, তাহার ভক্তগণ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" করিয়া চীৎকার করে, ইহার ফল কি হইবে জান? শ্রীভগবান্ হৃদয় মাঝারে নিদ্রিত আছেন; চীৎকার করিয়া তাঁহাকে জাগাইলে তাঁহার ক্রোধ হইবে, আর তাঁহার ক্রোধ হইলে একটীও ধান জন্মিবে না, সমুদায় লোক অনাহারে মারা যাইবে।

নীল। এই জন্যই কি আপনার নিমাই পণ্ডিতের উপর ক্রোধ? তাঁহার ধর্ম্ম চলিলে নীচবর্ণের পদ বৃদ্ধি হইবে, এইজন্য তাঁহার উপর আপনার রাগ, না? এ নবদ্বীপে তাঁহার বিপক্ষ লোক আছে তাহা আমি জানিতাম না।

ন্যায়। আছে বৈ কি! আমরা সকলেই বিপক্ষ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে অধিকাংশই বিপক্ষ। তাই আমরা সকলে জুটিয়া কাজির কাছে নালিশ করিতে গিয়াছিলাম, যাহাতে সে অকাল কুষ্মাণ্ডটাকে শাসন করিতে পারে। কাজিও খুব উৎসাহের সহিত তাঁহার ভক্তগণের খোল ভাঙ্গা, প্রহার করা, প্রভৃতি নানা প্রকার শাসন আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু নিমাই একদিন নগর-সঙ্কীর্ত্তনের ফন্দি বাহির করিল, তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক জুটিয়া গেল। নিমাই সেই দলবল লইয়া কাজির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত। তখন কাজেই কাজি ভয়ে স্বীকার করিল যে, "তুমি ভগবান্।" সেই অবধি নিমাইয়ের প্রভাব আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

নীল। এইরূপ করিয়াই আমাদের দেশটী উৎসন্ন গেল। যদিও আমাদের হিন্দুর মধ্যে ঝগড়া থাকে তবে তাহার প্রতিবিধানের জন্য বিধর্ম্মীর আশ্রয় লইতে আপনাদিগের একটু ঘৃণা বোধ হইল না?

ন্যায়। নিমাই পণ্ডিতকে হিন্দু কে বলে? যে চেঁচাইয়া কৃষ্ণনাম করে, সে আবার হিন্দু কি? শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী উচ্চ প্রাচীর দিয়া

ঘেরা, তাহাতে কপাট দিয়া আঙ্গিনার মধ্যে চেঁচাচেঁচি করে, বলে কি না! "কৃষ্ণ কীর্ত্তন করি।" কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা। সেখানে কি যে করে তাহা মুখে আনিলেও পাপ হয়। মদ্য আনে, পঞ্চ কন্যা আনে, আর—ছি! ছি! কি বলিব মহাশয়, এখন আমাদের এ নগরে আর বাস করিবার যো নাই। দিবানিশি খোল করতাল-ধ্বনি, হরিধ্বনি, আর "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার। একি ভদ্র-লোকে সহ্য করিতে পারে? জগাই মাধাইয়ের একটী বেশ গুণ ছিল, হরিনাম সহ্য করিতে পারিত না, তাহাদিগকেও কি মন্ত্র বলে বশ করিয়াছে। আর উহাদের পায় কে? দেখিতেছি, আমাদের এ নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐ শুন,—চেংড়াগুলা আসিতেছে। (দূর হইতে কীর্ত্তনধ্বনি।)

নীল। বটে, বটে, দেখি কীর্ত্তন কিরূপ, আর নিমাইর ভক্তগণই বা কিরূপ?

(শ্রীধর, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতির নৃত্য ও গীত করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

আর ভয় নাই, ভয় নাই আঁধার গেল।
নবদ্বীপ চাঁদের উদয় হ'ল।
(আঁধার দূরে গেল রে)
ঘোর আঁধার, ঘেরিল সংসার,
ধর্ম্ম দূরে গেল,
রইতে নারি প্রভু আপনি এলো॥
(জীবের মলিন দশা দেখে রে)
পতিত দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

জীবে করিল কোল।
শ্রীগৌরাঙ্গের জয় জয় বল ॥
(জয় জয় জয় বল রে)
হ'ল নয়নগোচর এত দিনে রে
জীবের প্রাণনাথ।
(তাপ ভয় দূরে গেল রে)

নীল। দেখেছ, দেখেছ, ইহারা আনন্দে গলিয়া পড়িতেছে। ইহারা এত আনন্দ কোথায় পাইল? এত আনন্দ যিনি দিতে পারেন, তিনিই আনন্দময়। নিমাই পণ্ডিত আনন্দময়। ও গো তোমরা কারা গো?

মুকুন্দ। ও সই, আমাদের পরিচয় শুনিবে? আমাদের কথা কহিতে গীত আসে। গীত গাহিয়া পরিচয় দিতেছি, সই শোন।

গীত।

শুন সই পরিচয় মোদের দিতেছি।
কুলের বাহির হ'য়ে কৃষ্ণ অন্বেষণে এসেছি ॥
যমুনার কূলে বসি, প্রেমচন্দন ঘসি ঘসি
এই দেখ তিলক পরেছি.
আর সকল অঙ্গে কৃষ্ণ নাম লিখেছি।
হাসি কাঁদি নাচি গাই, বনে বনে বুলে বেড়াই,
লোকে বলে পাগল হয়েছি,
কাল ফুলের মালা গেঁথে সই,
গলে পরেছি, আমরা প্রেমে মজেছি ॥

নীল। তোমরা যে একেবারে ডুবে গিয়াছ। ইহা কিরূপে হইল বল, বল, বল।

গীত।

মুকুন্দ। প্রেমের পাথার নদীয়ায়,
গোরাচাঁদের উদয়।

(এক দিন নয়—দু দিন নয়, নিতুই মোদের সুখেরি পাথার)
এমন সুন্দর ঠাকুর কোথা বা আছিল।
বহুভাগ্যে বিধি আনি মিলাইয়া দিল॥
রাঙ্গা পায়ে সোণার নুপুর নাচি নাচি যায়।
গোলকের চন্দ্র আজি ভূতলে উদয়॥
কত ধার ধারি তার বলিতে না জানি।
গোরা গোরা গোরা গোরা পরাণে পরাণী॥

নীল। তোমরা এ আনন্দ কোথায় পাইলে? তোমরা কি কৃষ্ণকে পাইয়াছ? তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখিয়াছ? বল, বল, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমি মিথিলা হইতে দেখিতে, শুনিতে ও জানিতে আসিয়াছি;

মুকুন্দ। (নাচিতে নাচিতে) গীত।

ফুটিল পীরিতের ফুল,
তাই, মজাইনু আমাদের কুল। ধ্রু।
যমুনায় গিয়াছিনু,
সেথা কুল ভাসাইনু;—
গা খানি মাজিতেছিনু একা।
মাজিতে মাজিতে অঙ্গ
বিমল হইল গো,
তবে তো শ্যাম আসি দিলেন দেখা॥

আমারে চাহিয়া শ্যাম
করুণায় বলে লো,
আঁখি জলে বুক ভেসে যায়।
আমারে ছাড়িয়ে প্রিয়ে,
কত কাল রবে গো,
আমি আছি তোর পথ চাই।
এই কথা কাণে গেল,
হিয়া মোর বিদরিল,
শ্যামচাঁদে সঁপিলাম কায়।
শ্যাম সে পরাণ ধন,
জীবনের জীবন,
কৃষ্ণ বলি নাচি আর গাই।

নীল। তোমাদের আনন্দ দেখে আমার একি দশা হইল? আমিও সেই তরঙ্গে পড়িয়া গেলাম নাকি?

শ্যাম। কি হে শ্রীধর, খোলা থোড় বেচা এখন বুঝি ছাড়িয়াছ?

শ্রীধর। ছাড়িব না? এখন যে আশ্রয় পাইয়াছি, কুল পাইয়াছি, প্রাণনাথ পাইয়াছি। এখন যে মনের মানুষ পাইয়াছি, আপনার ধন পাইয়াছি, আমি যার তাকে পাইয়াছি! একটু নাচিব না? এই দেখ নাচি। (নৃত্য)

শ্যাম। মনের মানুষ বুঝি নিমাই পণ্ডিত?

মুকুন্দ। হাঁ, তিনিই জীবনের জীবন।

(নেপথ্যে "চলে আয় তোরা শীঘ্র আয়")

(শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রবেশ)

শুক্লাম্বর। (অধ্যাপকগণের প্রতি) আপনারা এখানে বসিয়া কি করিতেছেন? (গদাধর প্রভৃতিকে দেখিয়া) এই যে আমার সখিগণ! (মুকুন্দ, গদাধর, ও শ্রীধরকে গাঢ় আলিঙ্গন) কি আনন্দ!

মুকুন্দ, গদাধর ও শ্রীধর। কি আনন্দ!

শুক্লা। (অধ্যাপকগণের প্রতি) আপনারা যে বসিয়া আছেন! চলুন, যাই, প্রভুকে দেখি যাইয়া। আপনাদের শাস্ত্র গঙ্গায় ফেলে দিন।

ন্যায়। ব্রহ্মচারি, তুমি তপস্বী ব্রাহ্মণ, তোমার এ দশা কেন?

শুক্লাম্বর। (গীত)

চ'লে আয় ওরে পুরবাসিগণ, সুখের সমাচার শোন।
শুনি শচীর ঘরে, আলো করে সেই শ্রীনন্দের নন্দন॥

যদি সত্য এসে থাকেন তিনি,
দেখিব কেমন মুখখানি,
নাচিব, গাইব, কাঁদিব, হাসিব, চুমিব সেই শ্রীচরণ॥

ফেলেদে তোদের সংসারের কাজ,
মিছে আর করিস্ না ব্যাজ,
কোন্দল করিব, পুছিব তাঁহারে জীবের এত দুঃখ কেন?

ভেবে দেখ মন আমার,
কি প্রকাণ্ড ব্যাপার,
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর,
আজ আমাদের ভিতর,

(ভাই হরিবল সবে বদন ভ'রে)
(আনন্দের আর সীমা নাইরে ॥)
দুঃখ নাই, ভয় নাই, পাপ নাই, তাপ নাই
বলরামের আনন্দ মন ॥

শুক্লা। আমি আকুমার ব্রহ্মচারী। পৃথিবীর সমুদয় তীর্থ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে তো পাইলাম না, মনে শান্তিও পাইলাম না! তাহার পরে শুভসম্বাদ শুনিলাম যে যাঁহাকে এ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতেছিলাম তিনি এখন এই নবদ্বীপে সর্ব্ব-নয়নগোচর হইয়াছেন। দর্শন করিলাম, আর তাঁহাকে প্রাণটী দিলাম। এখন দেখি যে আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র কীটানুকীট কি ভাগ্যবাতাস যেখানে উড়াইয়া লইয়া যায় সেইখানেই যাই, তাহা নয়। এখন দেখিলাম আমরা রাজার সন্তান। রাজরাজেশ্বরের সন্তান। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের সন্তান। আমাদের পিতা এত সন্তানবৎসল যে অবুঝ উপায়হীন সন্তানগণকে উপদেশ ও আশ্বাস দিবার জন্য স্বয়ং এই ক্ষুদ্রতম জগতে আসিয়াছেন। আমরা একটু নাচিব গাহিব না? কি বল মুকুন্দ?

ন্যায়। আচ্ছা ব্রহ্মচারি তুমি পণ্ডিত ও সুবোধ। তোমার কি বিশ্বাস হয় যে 'সেই তিনি' এই ধরাধামে আসিবেন?

শুক্লা। কেন, শ্রীকৃষ্ণ তো আসিয়াছিলেন?

ন্যায়। সে কালের কথা ছাড়িয়া দাও।

শুক্লা। বুঝিলাম, তুমি নৈয়ায়িক পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণকে বড় একটা মান না। তুমি তো ভগবানকে মানো, আর ইহাও মান যে তিনি দয়াময়?

ন্যায়। হাঁ, অবশ্য মানি। সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহাকে দয়াময় বলে, মনও তাঁহাকে দয়াময় বলে।

শুক্লা। আপনারা তাহা বলেন না, কিন্তু আমরা বলি। আমরা বলি তিনি দয়াময়, তাই বিশ্বাস করি যে জীবের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইয়া আপনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে আসিয়াছেন। এতো সোজা কথা। আপনারা মুখে বলেন দয়াময়, মনে বলেন না। তাই পৃথিবীতে তিনি অবতার হইয়া নিজে আসিতে পারেন তাহা বিশ্বাস করেন না।

ন্যায়। নিমাই পণ্ডিত যে সেই ভগবান্, তাহা জানিলে কিরূপে ?

শুক্লা। যাও না একবার তিনিই জানাবেন। সেখানে ফুটানি খাটিবে না। আমরা জানিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি। না জানিলে এ আনন্দ কোথা পাইব ? না জানিলে হিন্দু হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে গঙ্গাজল, ফুলতুলসী দিয়া কেন পূজা করিব ? ইচ্ছা করিয়া কি কেহ মানুষকে ভগবান্ বলিতে পারে ? তিনি আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলাইয়াছেন। (নেপথ্যে "দেখেছি, দেখেছি !")

(মুসলমান দরজীর প্রবেশ)

দরজী। দেখেছি, দেখেছি ! মশায় দেখেছি, দেখেছি। (নৃত্য)

শুক্লা। এই দেখুন, এই ভাগ্যবান্ মুসলমান দরজীর ব্যবসায় করেন। ব্যবসায়ের জন্য শ্রীবাসের বাড়ী গিয়াছিলেন, সেখানে প্রভুকে দর্শন করেন। প্রভুকে কিরূপ দেখেন তাহা উনি জানেন, কিন্তু সে আজ সাত দিবসের কথা হইল, সেই অবধি ইহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল "দেখেছি দেখেছি" বলিয়া সমুদায় নগর নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন।

ন্যায়। দরজি, তুমি কি দেখেছ ?

দরজী। নদে টলমল করছে, দেখ্ছ না ? দুলছে, এই দেখ সব দুলছে। আর মাঝখানে সুন্দর কৃষ্ণ নৃত্য করছেন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর সম্মুখ।

(নিমাই পণ্ডিত ও একটী বালক আসীন, কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ ও প্রভুকে প্রণাম।)

প্রথম নাগরিক। (করযোড়ে) প্রভু, আমরা ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি. চরণতরী দিয়া আমাদের উদ্ধার কর।

দ্বিতীয় নাগ। প্রভু, দীনের উপর তোমার বড় দয়া, কিন্তু আমার মত অস্পৃশ্য পামর ত্রিজগতে পাইবে না। আমি জেনেছি, তুমি আমাদের উদ্ধারের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ।

প্রঃ নাঃ। তা ঠিক্ কথা, সাধুলোকের তোমাকে প্রয়োজন কি? যে রোগী সেই চিকিৎসকের শরণ লয়। আমরা ভবরোগে জর্জ্জরীভূত হয়েছি আমাদের রোগ মুক্ত কর।

নিমাই। তোমরা ওরূপ দৈন্য করিও না। তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কৃষ্ণ কৃপাময়, তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন।

বালক। ঠাকুর, আমি বালক বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিবেন না। মরণ বৃদ্ধেরও আছে, বালকেরও আছে। এই যে বাবা রাগ করিয়া আসিতেছেন। (বালকের পিতার প্রবেশ)

বালকের পিতা। (বালককে লক্ষ্য করিয়া) হাঁরে হরে, তুই এখন পাঠ ছাড়িয়া দিয়া এখানে আছিস্? আজ দু'দিন তোকে খুঁজিয়া পাই নাই। চল বাড়ী চল, সেখানে গেলে তোর পিঠে ভাদ্রমাসের তাল পড়িবে এখন।

বালক। বাবা, ক্ষমা দাও। আমি ঠাকুরকে পেয়েছি, এখানেই আমার পাঠ সাঙ্গ, এখানেই আমার সাংসারিক জীবনের সমাপ্তি।

বাঃ পিতা। জ্যাঠামো রেখে এখন আমার সঙ্গে চল্। ও নিমাই পণ্ডিত, তুমি আমার ছেলেকে ভুলিয়ে রেখেছ কেন?

প্রঃ নাঃ। আপনার ছেলে এখানে নিজেই এসেছে, আপনি এখন উহাকে নিয়ে যান।

বাঃ পিতা। আপনি এসেছে বই কি! নিমাই পণ্ডিত, তুমি আমার ছেলেকে আমার অবাধ্য হ'তে শিখিয়েছ। ও আমার সম্মুখে কখন মুখ তুলে কথা কয় নাই। আমার ছেলেকে তুমি ছেড়ে দাও, নয়তো তোমার ভাল হবে না।

বালক। (নিমাইয়ের পা ধরিয়া) প্রভু, আমার পিতা আপনাকে জানেন না, তাই কর্ক্কশ কথা বলিতেছেন, তাঁহাকে ক্ষমা করুন।

বাঃ পিতা। জানেন না কি রে! খুব জানি। নিমাই তো জগন্নাথের বেটা। আমরা নগরে পরামর্শ করেছি যে এই ভণ্ডটাকে শাস্তি দেব।

বালক। বাবা, বল কি? (পিতার চরণে পতন) তুমি যাঁহাকে শাস্তি দিতে চাহিতেছ তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তিনি আমার পিতা, তিনি তোমার পিতা, জগতের পিতা! (পিতার চরণ ছাড়িয়া নিমাইয়ের চরণ ধরিয়া) প্রভু, বাবা তোমাকে জানেন না তাই ওরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন, আমি তোমাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি, আমাকে কৃপা করিয়া আমার পিতাকে ক্ষমা কর, ও তাঁহার নিকটে তোমার পরিচয় দাও।

বাঃ পিতা। তোর ঠাকুরের পরিচয় তো আমি দিলাম, কাঙ্গাল জগন্নাথের বেটা। আমার নাম অগ্নিশর্ম্মা, আমাকে নগরের সকলেই জানে। আমাকে আর রাগাস্ নে। ও নিমাই পণ্ডিত, ও ভণ্ড, ও বালক-

চোর, তুমি নাকি ঠাকুর হয়েছ? তোমাকে প্রহার করিলে তুমি কি করিতে পার?

নিমাই। (সহাস্যে) আচ্ছা, তুমি একবার হরি বল, বলিয়া আমাকে যত পার প্রহার কর।

বালক। (ক্রন্দন করিতে করিতে আবার প্রভুর চরণে পড়িয়া) আমার বাবার সর্ব্বনাশ হইল। প্রভু ক্ষমা কর, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর ও তাঁহার নিকট তোমার পরিচয় দাও।

বাঃ পিতা। (ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি আজই তোর ভণ্ডামী ভাঙ্গিব। দেখি কে তোকে রক্ষা করে।

(যষ্টি লইয়া প্রহার করিতে উদ্যত)

নিমাই। (হস্ত তুলিয়া) কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন! তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার চিত্ত সহজেই নির্ম্মল হওয়া উচিত, তাহাতে মলিনতা কেন প্রবেশ করিল? আমার বরে তোমার ভক্তি হউক!

(বালকের পিতা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান, পরে তাঁহার কম্প, মুখে অর্দ্ধস্ফুট শব্দ, পরে মূর্চ্ছা ও পতন)

প্রঃ নাগরিক। আহা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাও। (বালকের পিতার কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করণ, বালকের পিতার গড়াগড়ি এবং পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ, পরে উঠিয়া প্রভুর চরণে পতন)

বাঃ পিতা। প্রভু, একেই বলে দয়ার ঠাকুর। জগাই মাধাই তোমাকে মারিতে গিয়া তোমার কৃপা পাইয়াছিল, আমিও সেইরূপে পাইলাম। আমি চিরকাল গোঁয়ার। শুভক্ষণে আমার পুত্র জন্মিয়াছিল, শুভক্ষণে আমার পুত্র তোমাকে চিনিয়াছিল, শুভক্ষণে আমি পুত্রকে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছিলাম, শুভক্ষণে আমার ঘাড়ে শনি চাপিয়াছিল, তাই তোমাকে প্রহার করিতে চাই।

নিমাই। (বালকের প্রতি) তোমার পরম ভক্ত পিতার সহিত তুমি এখন গৃহে গমন কর। পাঠ বন্ধ করিবে কেন? পাঠ কর ও শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।

বালক। আমার মার গতি কি হইবে?

দ্বিঃ নাগরিক। তোমার মায়ের ভার তুমি আর তোমার পিতা গ্রহণ কর। এখন প্রভুকে একটু আরাম করিতে দাও।

প্রঃ নাঃ। পতিতপাবন প্রভু, আমাদের উপায় কি হবে?

নিমাই। তোমরা গৃহে যাও, গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন কর। আপনি করিও ও অন্যকে করাইও। যদি তুমি একটী জীবকেও ভক্তিপথে আনিতে পার তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিবে।

নাগরিকগণ। গীত।

নদের চাঁদের উদয় হয়েছে।
কি আনন্দে নদে ভাসিছে।
পাপী তাপী অন্ধ আতুর সারি সারি আসিছে।

(সকলের প্রণাম করিয়া গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

(হরিদাসের সহিত অবধুত নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। (শ্রীনিমাইর দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া নৃত্য ও গীত)
ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নামরে।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ সেই আমার প্রাণরে।
দিনান্তে যে গৌর নাম লয় একবার।
আমি তার চিরদিন, সে হয় আমার।

নিমাই। (গাত্রোত্থান করিয়া) শ্রীপাদ, শান্ত হউন।

নিতাই। "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে!"

নিমাই। শ্রীপাদ, শান্ত হউন। (নিতাইয়ের ক্ষণিক শান্তভাব)

হরিদাস। শ্রীপাদ অত্র নাম প্রচারে বাহির হওয়া অবধি বিহ্বল হইয়াছেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া এইরূপ নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, জনে জনে উপদেশ করিতেছেন। প্রভু রহস্য দেখুন, আপনাকে চিনিতে না পারিয়া আপনাকে ভজিবার নিমিত্ত আপনাকেই ঐরূপ উপদেশ করিতেছেন!

নিতাই। (প্রভুর চিবুক ধরিয়া গীত) "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে!" (নৃত্য)

নিমাই। আমাকে সে উপদেশ দিতে হইবে না, জীব মাত্রেই আপনাকে আপনি ভজনা করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীপাদ, মিনতি করি শান্ত হউন। (নিতাইয়ের নিপট্ট বাহ্য)

নিতাই। (হা হা করিয়া হাস্য) এই যে প্রভু, আমি চিনিতে পারি নাই। আমি ভেবেছিলাম যে তুমিও আমার মত একজন সংসার দাবানলদগ্ধ জীব।

নিমাই। শ্রীপাদ, আসুন আমরা বসি। (সকলের উপবেশন) শ্রীপাদ আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ পরামর্শ আছে।

নিতাই। আজ্ঞা করুন।

নিমাই। শ্রীপাদ. জীবের ক্রমে ক্রমে কি দুর্দ্দশা হইতেছে দেখিতেছেন? তাহাদের অবস্থা ভাবিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সকলেই অসার বিষয় লইয়া উন্মত্ত। অল্পদিন পরে মরিতে হইবে তাহা জানে, কিন্তু জানিয়াও জানে না। শ্রীপাদ, তুমি আমার ব্যথার ব্যথিত, তাই তোমাকে বলিতেছি।

নিতাই। প্রভু, তুমি যখন অবতীর্ণ হইয়াছ, তখন জীবের আর ভাবনা কি?

নিমাই। শ্রীপাদ, আমার দ্বারা আর জীবোদ্ধার হয় না। নগরে কি পরামর্শ হইতেছে শুনিয়াছেন? নাগরিয়াগণ আমাকে প্রহার করিবে।

নিতাই। (কর্ণে হস্ত দিয়া) প্রভু, ও কথা বলিও না, ও কথা শুনিলে নরকভোগ হয়। যাহারা তোমাকে মারিতে চাহিয়াছে তাহারা পশু আহা, তাহাদের কি গতি হইবে?

নিমাই। তাহাদের অপরাধ কি? অপরাধ আমার।

নিতাই। তোমার অপরাধ এই যে তুমি গোলোক ছাড়িয়া এই মলিন দুঃখময় ধরাধামে এসেছো। কেন? না জীবের মঙ্গলের জন্য। তুমি লোকের দুঃখ সহিতে পার না, তুমি পতিত জীব দেখিলে পুত্র-শোকাতুরের ন্যায় আকুল হইয়া রোদন কর। কাজেই তোমার বড় অপরাধ।

নিমাই। নগরবাসীর কি দোষ? আমি হরিনাম বিলাইব, লোকে দেখে আমার পট্টবস্ত্র পরিধান, গলায় সুবর্ণের হার, আহার দুগ্ধ, ননী, ছানা। কাজেই তাহাদের রাগ হয়, আর আমার নিকট হরিনাম লইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না।

নিতাই। কেন, ননী ছানা ভোজন করিলে কি পতিত হয়?

নিমাই। তাহা নয়, জীবের মনের প্রকৃতি এইরূপ। যাহারা গার্হস্থ্য সুখে সুখী তাহাদের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা লইতে লোকে অনিচ্ছুক। শ্রীপাদ, আমি সন্ন্যাসী হইব, হইয়া যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে তাহাদের অগ্রে দাঁড়াইয়া হরিনাম ভিক্ষা করিব।

নিতাই। প্রভু, একি তোমার মনের কথা?

নিমাই। হাঁ, দৃঢ় সংকল্প।

নিতাই। প্রভু, এ সর্ব্বনেশে সংকল্প পরিত্যাগ কর। সন্ন্যাসী হও—আমার কি, আমায় হাত ছাড়াইতে পারিবে না, তুমি যেখানে যাও সেখানেই আমি যাইব। কিন্তু মা'র কথা কি ভাবিতেছ? তাঁহার বাহাত্তর বৎসর বয়স, তাঁহার তোমা বই আর নাই।

নিমাই। মা'র দুঃখ হইবে বলিয়া জীব উদ্ধার হইবে না? আমার মা দয়াময়ী। তুমি দেখিও, তিনি স্বয়ং আমাকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিবেন। আমি ছেঁড়াকাঁথা গায়ে দিয়া কৌপিন পরিয়া, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে তাহাদের সম্মুখে যাইয়া যখন বলিব, "এই আসিয়াছি, আমাকে প্রহার কর," তখন আমার দশা দেখিয়া আর তাহারা আমাকে প্রহার করিবে না। আর ঐ অবস্থায় আমি যাহাকেই হরিনাম লইতে বলিব, সেই তখন নামগ্রহণ করিবে।

নিতাই। প্রভু, ওরূপ নিঠুরালী করিও না। তুমি সন্ন্যাসী হইলে মা মরিবেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মরিবেন, আর তোমার ভক্তগণ সব সেই সঙ্গে সঙ্গে মরিবে।

নিমাই। শ্রীপাদ, আমার বৃদ্ধা জননীই আমার কণ্টক তাহা আমি বুঝি, কিন্তু যে জন্যই হউক, আমার গৃহে থাকিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্ত চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছেন, আমি তাঁহার অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাইব।

হরিদাস। প্রভু, বলেন কি? যেখানে আপনি সেখানেই বৃন্দাবন। আপনি গৃহত্যাগ করিবেন এ কথা শুনিলে কেহই প্রাণে বাঁচিবে না।

নিমাই। তোমরা বুঝিতেছ না, জননীকে কাঙ্গালিনী করিয়া তোমাদের ন্যায় প্রিয় বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া যাইব, ইহা কি আমার ইচ্ছা? কিন্তু আমি গৃহে থাকিব এ কথা যেই মনে করিতেছি

অমনি আমার হৃদয়বিদীর্ণ হইতেছে। বন্ধুগণ, আমার দুঃখ তোমার দুঃখ দেখিও না, জীবের দুঃখ দেখ। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) হে কৃষ্ণ আমাকে কৃপা কর। তোমা ছাড়া আমি বাঁচি না, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ! (পরে নিতাইয়ের প্রতি) লোকের জ্বর হইয়া থাকে, বন্ধুগণ, আমার কৃষ্ণ-বিরহজ্বর হইয়াছে! আমার উপর যদি তোমাদের কিছুমাত্র স্নেহ-মমতা থাকে তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি এক দৌড়ে বৃন্দাবন যাই, গিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করি।

গদাধর। প্রভু, সাহস করিয়া তোমার নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না। কিন্তু এখন আর ভয় কি? তুমি যদি যাও, তবে মা ও সকলে প্রাণে মরিবেন। প্রভু, তুমি না জীবকে ভক্তিশিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হয়েছ? আচ্ছা, বৃদ্ধা মা জননীকে দুঃখ দিয়া কি কখনও কোন ধর্ম্ম হয়, না তাহা হইলে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হয়? তুমি যদি যাও তবে মাতৃবধের দায়ী হইবে।

নিমাই। গদাধর, তোমার কথায় বিষ মাখানো, তুমি আমার অন্তরে বেদনা দিতেছ। আমার যাইবার প্রধান কণ্টক মা। কোথায় তুমি যাহাতে আমি সেই বাধা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি তাই করিবে, তাহা না করিয়া যাহাতে আমার এই বাধাটী প্রবল হয় তাই করিতেছ। একি সুহৃদের কাজ? তুমি কি জানিতেছ না যে আমার না গেলে নয়, আমি স্ব ইচ্ছায় যাইতেছি না। হে প্রাণাধিক সুহৃদগণ, আমার যাহাতে যাওয়া হয় তাহার সুবিধা করিয়া বন্ধুর কার্য্য কর। কৃষ্ণ! আমি নিতান্ত নিষ্ঠুর তাই তোমাকে ফেলিয়া এখনও এখানে আছি! হে কৃষ্ণ, আমাকে ধর, ধর, ধর! (হস্তোত্তোলন) আমি তোমার নিকটে যাব।

(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতন)

নিতাই। কি হলো! কি হলো! (সকলের ব্যস্ত হওন, কেহ কাপড় দিয়া বাতাস, নিতাই কর্ত্তৃক কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম শুনান)।

নিতাই। (উচ্চৈঃস্বরে) প্রভু! প্রভু! প্রভু!

নিমাই। (চেতন পাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি ও রোদন করিতে করিতে) কৃষ্ণ, তুমি কোথায়? আমি আর বাঁচি না, আমার প্রাণ যে যায়!—হা নাথ, তুমি কখন আসিবে? আমার প্রাণ গেলে কি তুমি আসিবে? আমাকে তোমরা ধর, আমি উঠিব। (গদাধরের ধারণ ও নিমাই উঠিয়া গদাধরের গলা ধরিয়া) গদাধর, আমার কৃষ্ণকে কি তুমি এদিকে দেখ নাই? তিনি কোন পথে গেলেন? গদাধর, আমার কৃষ্ণকে আনিয়া দাও, দিয়া আমার প্রাণ বাচাও।

গদাধর। কৃষ্ণ তোমার বুকের মধ্যে আছেন।

নিমাই। বল কি! তিনি বুকের মাঝে আছেন, তবে আর পলাইবেন কোথা? (নখ দিয়া বিদীর্ণ করিতে উদ্যত এবং গদাধর কর্ত্তৃক নিবারণ)

গদাধর। (রোদন করিতে করিতে) একি হোলো। নখাঘাতে বুক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। (বস্ত্র দিয়া মুছান)

নিমাই। কৃষ্ণ, আমি কি তোমাকে ফেলে থাকিতে পারি? আমার বন্ধুগণ পাগল, তাই তাঁহারা আমাকে থাকিতে বলেন। এই যজ্ঞোপবীত আমাকে সংসারী করিয়াছে, তুমি দূর হও। (যজ্ঞোপবীত খণ্ড খণ্ড করণ) এই আমি বৃন্দাবনে চলিলাম। (উঠিয়া গমনোদ্যত, নিতাইয়ের বাহু প্রসারিয়া ধারণ, নিমাই নিতাইর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হওন।)

হরিদাস। আজ প্রভু আমাদের কি জন্মের মত ছাড়িয়া চলিলেন?

নিতাই। (প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম) প্রভু, তোমার জীবে দয়া

তাই আমাদের ত্যাগ করিতেছ, আমরা কি জীব নই? (নিমাইয়ের চৈতন্য লাভ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গড়াগড়ি ও রোদন।)

(নিতাই শ্রীপ্রভুকে উঠাইলেন, প্রভু দুই পদ বিস্তার করিয়া গদাধরের অঙ্গে হেলান দিয়া বসিলেন।)

নিমাই। বন্ধুগণ! আমার নিকটে এসো। (করযোড়ে) আমি মিনতি করি আমাকে বিদায় দাও!

হরিদাস। (কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর পায় ধরিয়া) প্রভু, তুমি প্রাণ, তুমি গেলে আমরা কেহ প্রাণে বাঁচিব না।

মুকুন্দ। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) প্রভু, তুমি যাবে ইহা কি হইতে পারে? তুমি প্রাণের প্রাণ, তুমি যাবে একথা মনেও করিতে পারি না। (প্রভুর চরণ ধরিয়া) প্রভু, জননীকে ত্যাগ করিও না, তিনি মরিয়া যাইবেন।

নিমাই। তোমরা শান্ত হও। আমি এখনই যাইতেছি না। এ সম্বন্ধে আরও কথা হইবে।

নিতাই। (গদাধরের প্রতি) চল প্রভুকে স্নান করাইতে লইয়া যাই। প্রভু বেলা হইয়াছে স্নানে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শচীর অন্তঃপুর।

(শচীদেবী ও ঈশান)

শচী। ঈশান, দেখ দেখি নিমাই সচেতন কি অচেতন? সচেতন যদি থাকে তবে একবার ডাকিয়া আন।

(ঈশানের প্রস্থান ও নিমাইর প্রবেশ)

নিমাই। (গলায় বস্ত্র দিয়া সাষ্টাঙ্গে জননীকে প্রণাম) মা, আমাকে ডাকিয়াছ?

শচী। হাঁ বাপ, বসো। (নিমাইর উপবেশন) বাপ, কি শুন্‌ছি যে!

নিমাই। কি শুন্‌ছো মা?

শচী। কি শুন্‌ছি, তা আমার মুখে আসে না, সে কথা শুনে অবধি আমার মুখ বুক শুখিয়ে গিয়াছে। তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাবে?

নিমাই। হাঁ মা, আমি কোন পুণ্যস্থানে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষণে যাবো। তাহাতে মা, তুমি দুঃখিত কেন? আমি আবার আস্‌বো।

শচী। তা, না। তুমি নাকি তোমার দাদা যাহা করেছে তাই করিবে।

নিমাই। (অবনত বদনে) হাঁ মা, তাই বটে। তবে তোমাকে আবার দেখা দেব।

শচী। আমাকে আবার দেখা দেবে বারে বারে এই আশ্বাস দিতেছ। কিন্তু তুমি তা'হলে,—তা'হলে (আমি উহার নাম করিতে পারি না) তুমি কৌপিন পরিবে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবে। আচ্ছা নিমাই, আমি বড় কঠিন, আমি তা জানি, তা না হলে আটটী কন্যা মরিল,

বিশ্বরূপের মত ছেলে সন্ন্যাসী হোলো, তবু আমি বেঁচে আছি। কিন্তু কোন্ মায়ে ইহা সহিতে পারে? হাঁ নিমাই, তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হবে?

নিমাই। মা, মা, আমি কি বলিব বুঝিতে পারিতেছি না। মা—

শচী। আমার ঘরে যুবতী বধূমাতা। পরের মেয়ে ঘরে আনিলাম, বল্ দেখি তাকে কি বলে বুঝাবো?

নিমাই। মা, তোমাদের কষ্ট হইবে জানি, সেইজন্য এতদিন যেতে পারি নাই, এখনও যাইতে পারিতেছি না।

শচী। তুমি যাবে, আর আমি মরিয়া যাইব। কিন্তু বউমার বয়স এই চৌদ্দ বৎসর, তিনি কতকাল বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার ঠিক নাই। সে বেচারীর উপায় কি হবে বল দেখি?

নিমাই। মা, আমার কথা তো তুমি বিশ্বাস ক'রে থাকো? স্বরূপ কথা শোন। তুমি আমাকে যেরূপ পালন করিয়াছ এরূপ কোন মায়ে পুত্রকে পালন করে না। পিতা বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, তুমি পালন করিয়াছ, তুমি আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছ। আমি তোমাকে যে ফেলে যাবো ইহা কি স্বইচ্ছায় হইতে পারে? মা, আমি আমার বশে নই। আমি বাড়ী থাকিব, যখন মা, একথা ভাবিতেছি, তখনই আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে। মা, কে যেন আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি স্ববশে নাই। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে লইয়া যাইতেছেন, আমি ইচ্ছায় যাইতেছি না।

শচী। বাপ, মাতৃবধ করিও না, পাপ হইবে। আর পরের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহাকে বিনাদোষে ত্যাগ করিলেও তোমার পাপ হবে। বাছা, তুমি জগৎ বিজয়ী ভক্ত, তুমি এরূপ কার্য্য করিবে কেন? তোমার তো ধর্ম্ম হইবে না, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

নিমাই। মা, শ্রীকৃষ্ণ মিলন করেন ও বিয়োগ করেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হয়। তোমার আমার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। মা শ্রীকৃষ্ণের ভজন জীবের প্রধান কাজ, আর সমুদায় বিফল। মা, আমি যাহা করিতে যাইতেছি, তাহাতে আমার ভাল হইবে, আমার ভাল হইলে তোমার ভাল হইবে। তুমি আমাকে নিঃস্বার্থ ভালবাস, মা, তুমি সামান্য মায়ামুগ্ধ জীবের ন্যায় আমার এই মহৎকার্য্যে বাধা দিও না।

শচী। বাপ, আমি তোমার কথা কখন ফেলি নাই। তুমি যাহা বল, তাহাই করিব, যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়। বল, কি করিব?

নিমাই। মা, তুমি আমাকে সরল মনে বিদায় দাও। কারণ তোমার মনে ব্যথা দিয়া গমন করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে, এমন কি তোমার মনে ব্যথা দিয়া আমি যাইতে পারিব না।

শচী। তোমাকে বিদায় দিতে পারি, ও দিলাম, কিন্তু সরল মনে বিদায় দিতে পারি না। কারণ আমি মা, আমার আর কেহ নাই, তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিতেছ, তাহা কেহ করিতে পারে না।

নিমাই। মা, তবে আমার যাওয়া হইল না, তবে আমি কৃষ্ণকে পাইলাম না। মা জননী, স্নেহময়ি, তুমি যে স্নেহের জন্য আমাকে যাইতে দিতেছ না, আমি তোমার সেই স্নেহকে নিবেদন করিতেছি, আমার মনের সুখ, আমার চিরদিনের মঙ্গল, আমার ও আমার সকলের, এমন কি জীবমাত্রের মঙ্গল যাহাতে হয়, স্নেহময়ি, তুমি আমাকে তাহা করিতে দাও।

শচী। তবে তুমি যাবে, সত্যই যাবে? যাও। এসো, তোমাকে কোলে করি, আর জন্মের মত মুখখানি দেখিয়া লই।

[নিমাইয়ের গলা ধরিয়া চুম্বন ও মূর্চ্ছা।

নিমাই। কি হোলো, একি হোলো! (জননীকে ক্রোড়ে করিয়া)

মা উঠ, আমি যাব না। মা, তোমাকে বধ করিয়া আমি যাব না। কৃষ্ণ কৃপাময়, আমার বৃদ্ধা জননীকে শক্তি দাও। (শচীর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনান, শচীর চৈতন্য লাভ।)

শচী। ও নিমাই, নিমাই! (ক্রন্দন) কৃষ্ণ কৃপাময়! আমি কিরূপে এই শূন্যগৃহে থাকিব? যে নিমাইকে এক তিল না দেখিলে মরি, তাহাকে ছাড়িয়া কেমন করে দিন রাত্রি কাটাবো? না, আমি ভাল বলিলাম না। আমি আমার কথা ভাবিতেছি, আমি নিমাইয়ের কথা, সর্ব্বোপরি মা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছি না। নিমাই আমার ননীর পুতলী, সে কিরূপে বৃক্ষতলে মৃত্তিকায় শয়ন করিবে? তার পদতল যেন পদ্মফুল, সে কিরূপে পথে হাঁটিবে? সে ভিক্ষা মাগিয়া খাইবে, কৌপিন পরিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইবে। কে তাহাকে রন্ধন করিয়া দিবে? আমার নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণনামে বিহ্বল, কে তাহাকে চেতন করাইয়া খাওয়াইবে? আর আমার বউমা লক্ষ্মী, তার বয়স এই চৌদ্দ বৎসর, মাকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব? মা আমার অগ্নি হইয়া বুকে দিবানিশি জ্বলিবেন। হে অগতির গতি কৃষ্ণ, গতি দাও।

নিমাই। শান্ত হও মা, আমি যাইব না।

শচী। না বাপ, তাহা আমি বলিতে পারি না। যখন তুমি বলিতেছ, কৃষ্ণ তোমাকে লইয়া যাইতেছেন, আর গেলে তোমার সুখ ও জগতের মঙ্গল, থাকিলে তোমার দুঃখ ও জগতের অনিষ্ট, তখন আমি তোমার এরূপ মা নই যে তোমাকে বাধা দিব। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, তবে আমার বুক যে ফাটিয়া যাইবে তাহার কি করিব?

নিমাই। একটী কথা শুন। একটী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাহাদের পুত্রকে রাক্ষসের মুখে দিতে হইবে বলিয়া রোদন করিতেছিলেন। সেই

বাড়ীতে বনবাস কালীন কুন্তী পঞ্চপুত্র লইয়া ছিলেন। তখন কুন্তী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর দুঃখ দেখিয়া আপনার পুত্র ভীমকে তাহার পুত্রের পরিবর্ত্তে দিয়াছিলেন। মা, কুন্তী এইজন্য জগতে ধন্যা। আমি একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যাইতেছি। মা, জীব হাহাকার করিতেছে। মা, তাহাদের দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমি যাইতেছি যাহাতে তাহাদের দুঃখ দূর করিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের পরিচয় করিয়া দিব। মা, আমাকে বধ করিয়াও যদি জীবের মঙ্গল হয় তাহা কি তুমি করিবে না? আর তাহা হইলে কি কৃষ্ণকে তুমি ক্রয় করিবে না? মা, আমাকে বধ করিতে বলিতেছি না। মা, আমি যাইব, আবার আসিব, তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।

শচী। বাপ, আমাকে তো বুঝাইতেছ, সেই বালিকা বধূমাতাকে কি বলিয়া বুঝাইবে বল দেখি?

নিমাই। সে স্বচ্ছন্দ মনে আমাকে বিদায় দিবে।

শচী। তাহা হইতে পারে, কারণ তোমার শক্তিতে নদীয়া এখন আর একরূপ হইয়াছে। সকলে কৃষ্ণনামে উন্মত্ত, সকলে সংসারে উদাস। তবু বৌমা যে তোমাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিবেন ইহা হইতে পারে না।

নিমাই। তাহার যদি আমার উপর প্রকৃত স্নেহ থাকে তবে বুঝাইতে কষ্ট কি? আমি তাহাকে একপ্রকার বুঝাইয়াছি। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, "হে সাধ্বি! তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি, আর তুমি থাকিবে, আমিও থাকিব, মনের মিলন যেমন তেমনি থাকিবে, তবে তুমি অধিক কি চাও? আমি সংসার ত্যাগ করিলে আমার মঙ্গল হইবে, এমন কার্য্যে আপনার মায়িক সুখের জন্য কি তুমি আমাকে বাধা দিবে?" সে স্বচ্ছন্দে বলিল "না।"

তবে তাহার পক্ষ হইতে মা আমার একটী নিবেদন আছে। আমি গৃহত্যাগ করিলে তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ লোপ হইবে। তুমি এই কার্য্যটী করিও, তাহাকে কৃষ্ণনামে শিক্ষা দিও।

শচী। বাবা, তোমার ঘরণীকে কৃষ্ণনামে শিক্ষা কি আমাকে দিতে হবে? বাপ, তার সহিত তোমার সম্পর্ক লোপ হবে, আমার সহিত হইবে নাকি? ও নিমাই আমাকে কি আর তুই "মা" বলিবি না?

নিমাই। শাস্ত্রমতে বলিতে নাই, কিন্তু আমি বলিব। ইহকালে পরকালে তুমি আমার মা থাকিবে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি।

শচী। তবে একটী কথা রাখ। তুমি কিছুকাল থাকিয়া যাও, আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া ও রাঁধিয়া খাওয়াইয়া লই।

নিমাই। মা, যে আজ্ঞা। আমি অদ্যাবধি সহজ মানুষ হইলাম ও অন্যের ন্যায় গৃহস্থালী করিব।





তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শচীর বাটীর প্রাঙ্গণ।

নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ শচী, নিমাই। (নেপথ্যে হরি হরিবোল, হরিবোল।

(কয়েকটী ভক্তের প্রবেশ।)

ভক্তগণের গীত।

প্রভু দয়াল, সাধু মুখে আমি শুনেছি।
অকুল পাথারে পড়ে ডাকৃতেছি॥
অস্পৃশ্য পামর আমি,
দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।
করিতে পাতভোদ্ধার,
এবার নদেয় অবতার,
আমার সমান পতিত প্রভু কোথা পাবে আর॥
তুমি দিয়ে চরণ তরী,
উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।

(ভক্তগণের প্রভুকে প্রণাম ও করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

নিতাই। প্রভু অদ্য যে সমুদায় নগর ভাঙ্গিয়া তোমাকে দর্শন করিতে আসিতেছে।

নিমাই। (স্বগত) কারণ অদ্য আমি বিদায় হইব।

নিতাই। প্রভু, কি বলিলে বুঝিতে পারিলাম না।

নিমাই। (ভক্তগণের প্রতি) তোমাদের শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক।

প্রথম ভক্ত। অনুমতি করুণ, এই মালাছড়া আপনার গলায় দিব।

নিমাই। অগ্রবর্ত্তী হও। (নিমাইয়ের নিজের গলার মালা ভক্তের গলায় প্রদান, ভক্তের নূতন মালা প্রভুর গলায় পরাইয়া প্রভুকে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম।)

দ্বিতীয় ভক্ত। কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সর আনিয়াছি। প্রভু, গ্রহণ করুন, আমার গোষ্ঠি উদ্ধার হউক। (সরের পাত্র রাখিয়া প্রণাম।)

তৃতীয় ভক্ত। আমি কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আনিয়াছি। প্রভু গ্রহণ করিয়া আমার কুলকে পবিত্র করুন। (দুগ্ধপাত্র রাখিয়া প্রণাম।)

চতুর্থ ভক্ত। আমি কিঞ্চিৎ ননী আনিয়াছি, প্রভু গ্রহণ করুন। (ননী রাখিয়া প্রণাম) প্রভু, আমরা কিরূপে ভবসাগর পার হই তাহার অনুমতি করুন।

নিমাই। তোমরা নাম কীর্ত্তন করিও। দশে পাঁচে মিলে সংকীর্ত্তন করিবে, না হয় স্ত্রী পুত্র, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী লইয়া কীর্ত্তন করিও। মৃদঙ্গ করতাল না থাকে শুধু হাতে তালি দিয়া নাম কীর্ত্তন করিও। ইহাতে কোন নিয়ম নাই। শুচি অশুচি দিবানিশি কিছু মানিতে হইবে না।

সকলে। জয় শচীনন্দন! জয় পতিতপাবন! জয় কাঙ্গালের ঠাকুর

নিমাই। আর তোমরা যতক্ষণ পার নাম জপ করিও। সে নাম এই যথা,—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ;
হরেরাম হরেরাম, রাম রাম হরে হরে !

জনৈক ভক্ত। গীত।

জয় শচীনন্দন।
করুণা করিয়ে দাসে করহে স্মরণ।
তুমি আমার, আমি তোমার,
ভুলিল মোর মন ॥
তব বদন কমল, পরিমলে টলমল,
কোটী ইন্দু সুশীতল, ভুবন উজল,
দেহি চরণকমল মধুপান।
তব বদনচন্দ্রমা, শারদ পূর্ণিমা,
ছার চাঁদ কি উপমা, বলরামে দাওহে ক্ষমা,
দেহি দেহি ভকতি দান ॥

(গীতের সময় প্রভু লজ্জিত ভাবে উপবেশন।)

সকলে। হরি হরিবোল।

প্রভু। তোমরা আমাকে কেন লজ্জা দাও।

(শ্রীধরের লাউ লইয়া প্রবেশ ও লাউ রাখিয়া প্রণাম।)

নিমাই। কি শ্রীধর, এত রাত্রে যে লাউ ?

শ্রীধর। শুধু হাতে দর্শনে কিরূপে আসিব, আর কিছু জুটিল না তাই লাউ লইয়া আসিয়াছি।

নিমাই। অধিক রাত্রি হইয়াছে, যাও বাড়ী যাও। (স্বগত) শ্রীধরের

দ্রব্য নষ্ট হইবে তাহা হইবে না, অদ্য রাত্রেই এই লাউ আহার করিতে হইবে। (প্রকাশ্যে) মা, দুগ্ধ পেলে, লাউ পেলে, পায়েস রাঁধিতে দাও। মা, আমার নিমিত্ত কেমন হার গড়াইলে দেখিলাম না। আর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য যে অতি সূক্ষ্ম শান্তিপুরে ধুতি পাঠাইয়াছেন তাহাও নিয়ে এস।

শচী। (আনন্দের সহিত) যাই আমি বউমাকে পায়েস রাঁধিতে বলি। আর হার ও ধুতি আনিতেছি, এখনি পরিতে হবে। দেখিয়া নয়ন জুড়াইব।

[শচীর প্রস্থান।

শ্রীধর। গীত।

এ তরঙ্গে কুল দাও গোরা গুণমণি!
কুলে কুলে ভেসে বেড়াই,
কোথা ওহে দয়াময়,
ধর ধর দাও দাও চরণ তরণী।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। এই ধুতি এই হার ধর এখনি পর। আমি নয়ন ভরিয়া দেখি।

নিমাই। (আভরণ ও বসন পরিতে পরিতে) হাঁ পরিব, (স্বগত) নতুবা তোমার মনে বড় কষ্ট থাকিবে। (পরিয়া) দেখ মা কেমন দেখাইতেছে। কিন্তু ইহা পরিয়া বাহিরে গেলে লোকে বিদ্রূপ করিবে।

শচী। কেন বাছা তুমি ত এখন শিশু বই নয়। নদীয়ায় তোমাকে শিশু অধ্যাপক বলে। অন্ন প্রস্তুত, অধিক রজনী হইয়াছে, শীঘ্র ভোজনে আইস। সকলকে বিদায় দাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিমাইর শয়ন কক্ষ।

(পালঙ্কে নিমাই উপবিষ্ট।)

নিমাই। (স্বগত) হার পরিলাম, ধুতি পরিলাম, আর দুই চারি দণ্ড পরে দেশ ও সংসার ত্যাগ করিব। না পরিয়া গেলে মার মনে এই বড় দুঃখ রহিত যে এ নূতন দ্রব্য আমি একদিনও ব্যবহার করিলাম না। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পূর্ব্বে বিদায় লওয়া আছে। অদ্য রজনী শেষে আমি গৃহত্যাগ করিব। একথা সেও জানে না, কেহ জানে না। অদ্য প্রেম তরঙ্গ উঠাইতে হইবে। অদ্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনন্দ সাগরে ভাসাইব। অদ্য একবার যুবতী স্ত্রীর যুবক স্বামী হইয়া তাহার সহিত খেলা করিব। ইহার নিমিত্ত লোকে আমার নিন্দা করিবে। বলিবে "তাহাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইবার দিন প্রীতি বাড়াইলে কেন? ইহাতে তাহার স্বামীর বিরহ জনিত কষ্ট আরও বাড়িবে।" আমার অদ্য রজনীর প্রীতি ব্যবহারে হয় ত তাহার বিরহ-অগ্নি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আমাকে সে শীঘ্র ভুলিয়া যায় একথা ত ভাল নয়। আমার প্রতি তাহার যাহাতে প্রীতির বর্দ্ধন হয় তাহাই করা উচিত। স্ত্রীর উচিত, স্বামীর চিত্রটি দুর্ত্তেও হৃদয় হইতে বিদূরিত না করে। আমার বিরহ জীবের, বিশেষতঃ বিষ্ণুপ্রিয়ার, বহুমূল্য ধন

(ফুলহার, চন্দন প্রভৃতি উপহার হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ ও কপাট বন্ধ)

নিমাই। (সহাস্তে) এস এস প্রিয়ে! আমার প্রাণপ্রিয়ে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ যে বড় আদর! এত আদর দেখে যে আমার ভয় করে। তুমি যখন শয়ন ঘরে এস তখন বিহ্বল থাক, আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন কর। তুমি ঘরে আসিয়া প্রায়ই আমাকে লক্ষ্য কর না। আজ আমার ভাগ্য এত প্রসন্ন হইল কেন?

নিমাই। দেখ, আমার মনে চিরদিনই একটা বড় সাধ আছে, সেইটী আজ পূর্ণ করিব, তাহাতেই মন বড় প্রফুল্ল। আজ আমি তোমাকে একবার সাজাবো।

বিষ্ণু। পুরুষ মানুষ নাকি আবার সাজাতে জানে? আচ্ছা তুমি আমাকে সাজাইও, তবে আগে তোমায় আমাকে সাজাইতে দাও।

নিমাই। বেশ ত, সাজাও।

বিষ্ণু। ভাল কথা। তুমি এ বেশ ভূষা কোথা পেলে? দিব্য হার, দিব্য ধুতি।

নিমাই। তুমি কি জান না, মা আমার জন্য এই হার গড়াইয়া দিয়াছেন, আর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুর হইতে এই ধুতি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিষ্ণু। আমি শুনেছি, আমার দেখিবার সাবকাশ কই? দিবানিশি অতিথি সেবা, কত রন্ধন করিতে হয় তাকি তুমি জান? দাও ও হারছড়া আমাকে দাও, আমি ভাল করে তোমাকে পরিয়ে দিই।

নিমাই। আগে তোমাকে পরাইয়া দিই। (হার পরাণ) এত তোমার হার, পুরুষ মানুষে কি প্রবীণ অধ্যাপকে কি হার পরে? বিশেষত আমি ত আর এখন শিশু নই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি যে আজই বড় প্রবীণ হইয়াছ, আর বৃদ্ধ হইয়াছ। ২৪ বৎসরও হয় নাই এখনি বুড়া ? (হার পরাণ)

নিমাই। একি করিলে, আমার সহিত হার বদলাইলে ? তবে তো তুমি আমার হইলে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। পূর্ব্বে বুঝি আর কাহারও ছিলাম ?

নিমাই। তা কি জানি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার এ ভাব দেখিয়া সুখ ত হইতেছে না বরং ভয় করিতেছে। তোমাকে তো এরূপ কখনও দেখি নাই। বলিতে কি, আমি তোমাকে স্বয়ং ঠাকুর ভাবিতাম, ভয়ে কাছে যাইতে সাহস হইত না।

নিমাই। ভয় হইত বুঝি কামড়াইয়া দিব ; কই, সাজাইলে না ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এই দিই। কি সুন্দর মুখ, কি সুন্দর ছবি। (নিমাইকে সাজান।)

নিমাই। এখন আমার পালা। (বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজান) (বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তে দর্পণ দিয়া) দেখ, কেমন হইয়াছে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। (দর্পণ লইয়া নিমাইকে দিয়া) আগে তুমি দেখ তোমাকে কেমন সাজাইলাম।

নিমাই। তোমার রূপ বর্ণনা করিয়া একটী ছড়া গাঁথিয়াছি। আমি গাই, তুমি নৃত্য কর।

বিষ্ণু। স্ত্রীলোকে নৃত্য করিবে সে আবার কি ?

নিমাই। কেন, আমরা যখন বাহিরে কীর্ত্তনে নৃত্য করি, তখন তোমরা তো গৃহের মধ্যে নৃত্য কর।

বিষ্ণু। সে কথা তুমি কিরূপে জানিলে ? তখন কি জ্ঞান থাকে, সকলে

অজ্ঞান হইয়া যায়। জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমরা যেমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন কর, আমরাও সেই সঙ্গে নৃত্য করি।

নিমাই। তবে তুমি ধুয়া ধর, আমি ছড়া বলি। ধূয়াটী এই ;—চাঁদ-বদনী ধনী মৃগ নয়নী!"

বিষ্ণু। বল কি? আমার লজ্জা করে।

নিমাই। আমার কাছে লজ্জা করে, এ বড় অন্যায়।

বিষ্ণু। কবে তুমি আমার লজ্জা ভাঙ্গিলে? তুমি আমার কাছে যখন এস ঠাকুর হইয়া এস, আমি প্রণাম করি।

নিমাই। আচ্ছা, ছড়া শুন ;—

সলাজনয়নী বালা মুখ নাই তোলে,
পড়িল পড়িল ভ্রমর পদ্মমধু ভোলে।
হিঙ্গুলে রঞ্জিত ঠোঁট কাঁপে মৃদু মৃদু,
প্রেম সরোবর আঁখি ঝরে বিন্দু বিন্দু॥
নয়নের তারা আধ পদ্মদলে ঢাকা।
জনমের মত হিয়ার মাঝে রইল আঁকা॥
নানাভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল।
কঠিন পুরুষ আমায় করিলে পাগল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞা পেয়ে বলাই মালা গাঁথে।
অঞ্জলি করিয়া দিল প্রিয়াজীর হাতে॥

নিমাই। তোমার চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু করিতেছে, এসো নিদ্রা যাই।

বিষ্ণু। না, আমি নিদ্রা যাইব না।

নিমাই। (স্বগত) তাহা হইলে আমি যাই কিরূপে? (প্রকাশ্যে) এসো, নিদ্রা যাই। প্রদীপটা ঢাক, যেন একেবারে অন্ধকার না হয়।

বিষ্ণু। না, আমি ঘুমাইব না।

নিমাই। সে কি? অসুখ হবে। ঘুমাইবে না কেন?

বিষ্ণু। তোমার ভাব দেখে আমার মনে ল'চ্ছে যে তুমি আমাকে অদ্য রাত্রি ছাড়িয়া যাইবে, তাই এত আদর। আমি ঘুমাইব না।

নিমাই। (স্বগত) তবে ত গোল। (প্রকাশ্যে) ঘুমাও এসো আমরা দুজনে শয়ন করি।

বিষ্ণু। আমি কখন ঘুমাইব না। ঘুমাইলে তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে।

নিমাই। (স্বগত) তবে কি জীবে উদ্ধার হইবে না? জোর করিয়া ঘুম পাড়াইতে হইবে। (প্রকাশ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে) ঘুমাও! ঘুমাও! আমার আজ্ঞায় ঘুমাও! এখনি ঘুমাও!

বিষ্ণু। একি গো, এই যে আমার নয়ন ঘুমে জুড়িয়া গেল; আমি যে নিবারণ করিতে পার্‌ছি না। (করযোড়ে) হে নিদ্রাদেবী! আমাকে ক্ষমা দাও। তুমি ক্ষমা না দিলে প্রভু আমায় ফেলে যাইবেন। কই দিলে না? দিলে না? তবে তুমি নারীবধের ভাগি হবে।

নিমাই। প্রিয়ে তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি এখনি যাইব। তবে নিদ্রাদেবীকে তুমি সাঁপ দিতেছ, সে সাঁপ তাহাকে লাগিবে না। যেহেতু উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার। প্রিয়ে মনে রেখো যে তোমার কষ্টে জীবের মঙ্গল।

বিষ্ণু। পারিলাম না, পারিলাম না। ঘুমে অচেতন করিল। তোমাকে হৃদয়ে করিয়া ভুজলতায় বান্ধিয়া শুইব। (নিমাইকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহাকে লইয়া পালঙ্কে ঢলিয়া পতন।)

(একটু পরে নিমাই ধীরে ধীরে উঠিলেন, আপনার পাশের বালিশ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পায়ের ভিতর এবং মাথার বালিশ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ক্রোড়ের নিকটে রাখিলেন, তাহার পর সুবর্ণের হার খুলিয়া রাখিয়া

এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মলিন ক্ষুদ্র বসন পরিধান করিলেন। পরে প্রিয়ার কপাল চুম্বন করিয়া, প্রদীপ নিভাইয়া, দুয়ার খুলিয়া, নিষ্ক্রান্ত হইলেন। *

বিষ্ণু। (চমকিত হইয়া উঠিয়া) কই প্রভু! (স্বামীকে ক্রোড়ে না দেখিয়া পালঙ্কে হাত বুলান) কই তুমি কোথা গেলে? তুমি কি বাহিরে গিয়াছ? † দ্বার যে খোলা দেখিতেছি। (ঘরের বাহিরে আসিয়া) কই, এখানেও তো নাই, তবে কোথায় গেলেন? (আবার ঘরে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া) এই যে গলার হার পড়িয়া আছে। ভাল ধুতিও পড়িয়া আছে, অন্য ধুতি পরিয়াছেন। কোথায় গেলেন? ওমা! তিনি না পূর্ব্বে বলেছিলেন গৃহত্যাগ করিবেন! ভাল কথা মনে হলো, আর এইমাত্র না তিনি বলিলেন যে এখনি যাইবেন। নিশ্চয়ই তবে আমাকে ছেড়ে গিয়াছেন। হা কৃষ্ণ! দুঃখিনীর বন্ধু! এ আমার কি হোলো? নিশ্চয়ই তিনি চলে' গিয়াছেন। তাই বুঝি এত আদর? এখন বুঝিলাম যে জন্মের মত একটী সুখের রাত্রি দিয়া যাইবার দিনে আমাকে এত

* নিদ্রিতা শ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবাম চরণে।
পার্শ্বোপধানপরি করিয়া রক্ষণে।
বক্ষস্থলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়া।
বাহির হইল গোরা দ্বার উদঘাটিয়া।

বংশীশিক্ষা।

† এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া উঠিল কাঁদিয়া,
শিরে মারে করাঘাত।

সুখে ভাসাইয়াছিলেন! আমার দিকে যে চাইয়াছিলেন, তাহা এখন মনে পড়িতেছে। সে দেখা নয়, গুপ্ত রোদন। চোখে হাসি, কিন্তু অন্তরে রোদন। (ধীরে ধীরে শচীর গৃহদ্বারে গিয়া দ্বারে আঘাত) মা উঠ, উঠ, ওমা!

শচী। (দুয়ার খুলিয়া) কি, বউমা? নিমাই ভাল আছে ত?

বিষ্ণু। আমি ঘুমাইয়াছিলাম, জেগে উঠে দেখি তিনি ঘরে নাই। * ঘরে যে ধুতি পরিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া আছে, গলার হার রহিয়াছে।

শচী। (দ্রুত প্রদীপ জ্বালিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিতে ঘরের বাহির হইয়া চলিয়াছেন) এই যে বাহিরে দ্বার খোলা। ও নিমাই, ও নিমাই, তুই কোথা গেলি? ও নিমাই, ফিরে ঘরে আয়! নিমাই ও নিমাই, বাপ আমার! † আর আমি তোকে সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দেব না। (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) মা, রাজপথে তোমার যাওয়া ভাল নয়, আমি বাহিরের দুয়ারে বসি, তুমি ভিতরে যাও। (বিষ্ণুপ্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ)

---

* শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশাযোগে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।

† গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু'নয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে ধায়, বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধুর মুখের কথা।
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পেয়ে।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু সাথে কাঁদিতে কাঁদিতে পথে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়ে।

বাসু ঘোষ।

ঈশান! এ দিকে এসো, আমার কাঁকাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। (ঈশানকে হেলান দিয়া উপবেশন) ও ঈশান! (সঙ্কেত দ্বারা দেখান যে নিমাই চলিয়া গিয়াছে।)

(শ্রীবাসের প্রবেশ)

শ্রীবাস। মা, কেন বাহির দুয়ারে?

(শচীর সঙ্কেত দ্বারা দেখান যে, নিমাই গিয়াছে।)

(অন্যান্য ভক্তগণের প্রবেশ। *)

নিতাই। ব্যাপার কি?

শচী। বাপ সকল, আমি কিছুই জানি না। আমার ঘর ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, তোমরা সমুদায় ভাগ করিয়া লও, আর আমি গঙ্গায় প্রবেশ করি, তোমরা নিষেধ করিও না। নিমাই চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীবাস। ব্যস্ত হইতেছেন কেন? কিসে ঠিক জানিলেন যে তিনি একেবারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন? একটু স্থির হোন, আমরা একটু পরামর্শ করি। (নিত্যানন্দের প্রতি) আসুন, আমরা একটু দূরে যাই। (দূরে গমন) শ্রীপাদ, আপনার কি বোধ হয়?

নিতাই। আর কি বোধ হইবে, যাহা হইবার হইয়াছে। আমার বোধ হয় প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীবাস। আমারও তাই বোধ হয়। আমাদের সকলেরও সংসারে জলাঞ্জলী দিয়া প্রভুর পশ্চাৎগামী হওয়াই উচিত। তবে একবার অন্বেষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যেখানে যেখানে সন্ন্যাসের স্থান

---

* সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে,
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁন্দে বাহির দুয়ারে।

আছে সেই সকল স্থান নির্ণয় করা হউক। আমরা স্থান ভাগ করিয়া লই। প্রত্যেক স্থানে চারি পাঁচজন প্রভুর অন্বেষণে গমন করুন।

নিতাই। কিন্তু, আগে একবার কাটোয়ায় খোঁজ করিয়া দেখা যাক্। প্রভু আমাকে একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলেন যে, তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। আমি জনকয়েক বিজ্ঞলোক লইয়া সেখানে চলিলাম। চলুন, শচীমার নিকট বলিয়া যাই।

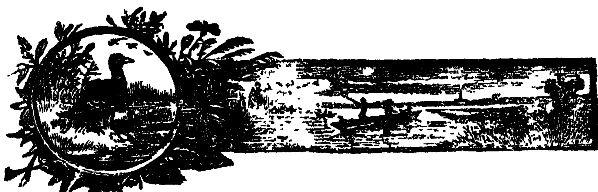
(শচীর নিকট আগমন)

প্রভু কোথা গিয়াছেন বোধ হয় আমি জানি, আমি সেখানে চলিলাম। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাঁহাকে আনিয়া আপনার সহিত মিলন করাইয়া দিব। মা বিষ্ণুপ্রিয়া কোথায়?

ঈশান। তিনি তাঁহার শয়ন-পালঙ্কের তলে মৃত্তিকায় অচেতন হ'য়ে পড়ে আছেন।

নিতাই। আমরা প্রভুকে আনিতে চলিলাম, তাঁকে বলিও।





চতুর্থ অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাটোয়া সুরধনী তীর।

(বটতলায় কেশব ভারতী ধ্যানে-মগ্ন, নিমাইর প্রবেশ।)

নিমাই। স্বামী, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। (ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

ভারতী। (ধ্যানান্তে) কে গা তুমি? (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ) কে গা তুমি? তুমি কি মনুষ্য না দেবতা? তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ, কিন্তু তোমার তেজ দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি মনুষ্য নও, আমারই তোমাকে প্রণাম করা উচিত।

(সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান।)

নিমাই। (করযোড়ে) স্বামি, আমি সামান্য সংসার-বদ্ধ জীব, ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাকে আপনি উদ্ধার করুন।

ভারতী। যেমন দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি মনুষ্য নয়, দেবতা, তুমিই আমাকে উদ্ধার করিতে পার।

নিমাই। ঠাকুর, ও কথা বলিবেন না। আমাকে লোকে নিমাই বলিয়া ডাকে, নবদ্বীপে বাড়ী। ঠাকুর প্রতিশ্রুত আছেন যে আমাকে আপনি সন্ন্যাস দিবেন।

ভারতী। বটে, আমার স্মরণ হইল। তুমি নিমাই পণ্ডিত, শ্রীনবদ্বীপের অবতার? গোলোক ত্যাগ করিয়া, জীব উদ্ধারের নিমিত্ত নদিয়ায় উদয় হইয়াছ? আমি তোমার বাড়ীতে ভিক্ষা করি, আর তোমাকে সন্ন্যাস দিব এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু, তুমি সন্ন্যাস চাও কেন? তোমার তো সন্ন্যাসে প্রয়োজন নাই, যাহা দেখিতেছি তাহাতে বুঝিতেছি যে তুমি সন্ন্যাসী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

নিমাই। ঠাকুর, আমি শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়াছি, তাঁহার অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাইব। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) কৃষ্ণ কৃপাময়! আমাকে দেখা দাও। আমার প্রাণ আকুল, তোমা বিনা এ ভুবন অন্ধকার।

ভারতী। তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে যাইবে শুনিলে হাসি পায়। তুমিই তো শ্রীকৃষ্ণ!

নিমাই। (শিহরিয়া) ঠাকুর, বলেন কি? ও কথা কি বলিতে আছে?

ভারতী। তুমি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে যে দিন নদীয়ায় দর্শন করি সেই দিনই আমি তাহা জানিতে পারি, এখনও তাই দেখিতেছি। তোমার এ আবার কি লীলা? তুমি সন্ন্যাস করিবে, শ্রীমতী কি আবার মান করেছেন? কলিযুগে আবার কি কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হইল?

নিমাই। উহু! উহু! আমি একে কৃষ্ণকে হারাইয়া মরিয়া আছি, তাহার পর স্বামী আবার এইরূপ কথা বলিয়া আমার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতেছেন। প্রভু, আমাকে আর ছলনা করিবেন না, আমাকে সন্ন্যাস দিন. আমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাই। কৃষ্ণ! আমি এলাম,

আমি এখনি এলাম! আমাকে খালাস করিলেই আমি এক দৌড়ে তোমার চরণে উপস্থিত হইব।

ভারতী। আমাদের সকলের তোমাকে প্রণাম করা উচিত। তুমি আমাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিবে আর তোমার চরণধূলী গ্রহণ করিবার যে সুখ, তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে। শুধু কি তাই. তুমি সকলের প্রণম্য, তুমি আমাকে প্রণাম করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিলে। যাও, আমা হইতে তোমার সন্ন্যাস হইবে না।

নিমাই। আপনি প্রতিশ্রুত আছেন, যে সন্ন্যাস দিবেন।

ভারতী। তা আছি, কিন্তু সন্ন্যাসের এ সময় নয়, তোমার কচি বয়স। আগে পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হও, তখন আসিও।

নিমাই। ঠাকুর, আমার প্রাণ বাহির হইতেছে, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে খালাস করিয়া দাও। তুমি আশা দিয়াছিলে, সেই আশায় নির্ভর করিয়া আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি।

ভারতী। আমি জানি, তোমার বৃদ্ধা মাতা আছেন, তরুণী ভার্য্যা আছেন, ইহাদিগের প্রাণবধ করিয়া তুমি সন্ন্যাস লইবে। এ কার্য্যে আমা হ'তে তোমার কোন সাহায্য হইবে না।

(গ্রামস্থ লোকের ক্রমে আগমন)

নিমাই। ঠাকুর, আমি কি আবার স্মরণ করাইয়া দিব যে আপনি প্রতিশ্রুত আছেন?

ভারতী। (রুক্ষভাবে) তুমি বার বার আমাকে ঐ কথা বলিতেছ, আমি কি এই মাঘ মাসেই তোমাকে সন্ন্যাস দিব ইহাই বলিয়াছি?

(ক্রমে জনতা বৃদ্ধি।)

নিমাই। (রোদন করিতে করিতে) আমার যাওয়া হইল না। হা কৃষ্ণ

কৃপাময়! আমি কি করিব, আমি কোথায় যাব? আমি কোথা গেলে তোমাকে পাবো? আমি বৃন্দাবনে গেলে তোমাকে ধরিতে পারিতাম।

(ক্রমে জনতা বৃদ্ধি।)

ভারতী। নিমাই, সন্ন্যাসের যে কি কষ্ট তা তুমি জান না। আমাদের কঠিন প্রাণ বলিয়া বাঁচিয়া আছি, তোমার দেহ নবনীর ন্যায় কোমল, তুমি কেমন করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিবে? তুমি অল্পদিনের মধ্যেই মারা যাইবে। নিমাই, তোমাকে দর্শনমাত্র তোমাতে আমার পুত্র-বাৎসল্য জন্মিয়াছে। আমরা সন্ন্যাসী সমস্ত মানসিক কোমল-ভাব ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তুমি সন্ন্যাস লইবে শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। চেয়ে দেখ দেখি কাহারা আসিয়াছে, আর তাহারা কি বলে? ঐ দেখ নিমাই, স্ত্রীলোকেরা কলসী কাঁখে করিয়া দাঁড়াইয়া তোমাকেই একদৃষ্টে দেখিতেছে। কুলবধুগণ অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতেও তোমার দিকে চাহিয়া আছে নগরবাসীগণ সকলে প্রাত্যহিক নিত্যকর্ম্ম ভুলিয়া একে একে আসিয়া তোমার চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে!

একজন বৃদ্ধ। কে গা বাছা তুমি? তোমার কি মা আছেন? তুমি তাহাকে প্রাণে মারিয়া সন্ন্যাস নিতে এসেছো? বাছা, বাড়ী ফিরে যাও, মাথা খাও, বাড়ী ফিরে যাও। মাতৃবধ করিও না।

জনৈক রমণী। শুনিলাম, তোমার নাকি ঘরণী আছেন? তুমি সন্ন্যাসী হবে, তাহার কি করে এলে? এমন নিষ্ঠুরতা কোর না।

(গদাধর, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও নিমাইর মেশো চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

নিতাই। (চীৎকার করিয়া) এই যে প্রভু! এই যে প্রভু! (দ্রুত আগমন ও প্রভুর সম্মুখে মৃত্তিকায় পতন।)

নিমাই। এসেছো? বেশ হয়েছে। আমি এখনি খালাস হইব। মুকুন্দ একবার কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাও, আমার কর্ণ উপবাসী আছে, আমি কতকাল কৃষ্ণগুণ গান শুনি নাই।

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা, আমি আরম্ভ করিতেছি।

(নাগরিকগণের খোল করতাল লইয়া প্রবেশ)

রহস্য দেখ, প্রভু কীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অমনি খোল করতাল উপস্থিত।

র্ত্তন।

হরি হরয়ে নমো, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ
যাদবায়, কেশবায়, গোবিন্দায় নমঃ,
বল গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

(সকলের গীত ও প্রভুর বাহু তুলিয়া ভঙ্গী করিয়া নৃত্য।)

ভারতী। (গাত্রোত্থান করিয়া নিমাইকে ধরিয়া) নিমাই, শান্ত হও, আমার একটী কথা শ্রবণ কর। তোমরা সকলে নৃত্য-গীত করিতেছ কেন?

মুকুন্দ। আমরা গাহিয়া নাচিয়া ভজন করিয়া থাকি। আমাদের যে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ তিনি আমাদের প্রাণনাথ। তাঁহার নাম ও গুণগান করিতেছি, একটু নাচিব গাহিব না?

ভারতী। আচ্ছা, নিমাই, পৃথিবীতে লোকে যাহা যাহা প্রার্থনা করে, যেমন, রূপ, বিদ্যা, ভার্য্যা, পদ ইত্যাদি তাহা তোমার সকলই আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি পথের কাঙ্গাল হইতেছ, তোমার এজন্য ক্রন্দন করা উচিত। তুমি নাচ কেন?

মুকুন্দ। উনি নাচিবেন না কেন, উনি যে আনন্দময়!

ভারতী। তা বটে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধা মাতা ও নবযুবতী ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম লইবার সময় লোকে নৃত্য-গীত করে ইহা জগতে এই প্রথম হইল। গাও, গাও, আমার শরীর এলাইয়া পড়িতেছে।

গীত।

হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,
নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ;
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

(প্রভুর নৃত্য)

ভারতী। একি, আমিও যে আর থাকিতে পারি না। আমারও চরণ নাচিয়া উঠিতেছে। (নৃত্য)

(নিমাই ও ভারতীর গলা ধারাধরি করিয়া নৃত্য)

নিতাই। (উভয়কে ধরিয়া) আপনারা বিশ্রাম করুন।

ভারতী। (চমকিত হইয়া) এ কি করিলাম! নৃত্য করিলাম? লোকে কি বলিবে? এই যে অনেকে উপস্থিত। তা হউক, অঙ্গ শরীর জুড়াইল। ভাল নিমাই, তুমি সন্ন্যাস কেন চাও? আমরা ভবসাগর পার হইব বলিয়া সন্ন্যাস লইয়াছি, তুমি দেখিতেছি স্বয়ং কাণ্ডারী। তোমার সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন?

নিমাই। (চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) একে আমি মরিয়া আছি, আর আমাকে অবৈধ স্তুতি করিয়া বধ করিবেন না।

ভারতী। আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিয়া বধ করিতে পারি না। তোমার আকিঞ্চনে আমি হারি মানিলাম, কিন্তু তোমার ঘরণীর ও জননীর

সম্মতি লইয়া এস। মনে থাকে যেন, মনের সঙ্গে সম্মতি চাই। তোমার যে তেজ, তাহাতে কেহ তোমার অবাধ্য হইতে পারে না, আমি তাঁহাদের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে সম্মতি, তাহাই চাহি।

নিমাই। স্বামিন, তাঁহারা সম্মতি দিয়াছেন।

ভারতী। তাহা হইতে পারে, কারণ তোমাকে রোধ করে পৃথিবীতে এমন কেহ নাই। তুমি ফিরিয়া যাও, গিয়া আবার তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এস।

নিমাই। এ বড় কঠিন আজ্ঞা। তথাচ আমি এ আজ্ঞা পালন করিব। আমি তাঁহাদের সম্মতি লইতে চলিলাম। (গমন)

ভক্তগণ। প্রভু, দাঁড়াও, আমরাও আসি। (নিমাই দাঁড়াইলেন)

ভারতী। (স্বগত) তুমিও যেই যাবে, আমিও এ স্থান ছাড়িয়া পলাইব। হায়, কি করিতেছি? সরল বালককে বঞ্চনা করিতেছি? আর আমি সন্ন্যাসী? ছি! (প্রকাশ্যে) নিমাই, তুমি ফিরিয়া এস, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব।

নিমাই। স্বামিন, আমি জানি, আপনি দয়াময়। বোল হরিবোল!

(নৃত্য)

একজন নাগরিক। (নিমাইর প্রতি) বাবা বাড়ী যাও, তোমাকে দেখে প্রাণ কাঁদিতেছে।

দ্বিঃ নাঃ। একবার তোমার মা ও স্ত্রীর কথা মনে কর; আহা, তাঁদের কি দশা হবে?

নিমাই। বাপ সকল, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যে আমি প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পাই।

একজন প্রবীণা স্ত্রীলোক। (চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া) ও বাপ, কি

হোলো! বাবা বাড়ী যা, বাবা বাড়ী যা! তোর মা এতক্ষণ হয়তো মরিয়া গিয়াছে।

অপরা স্ত্রী। (অবগুণ্ঠনবতী) ওমা, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়! ওগো তোমরা ওঁকে ভাল ক'রে বারণ কর।

ভারতী। কি আশ্চর্য্য! এ সমস্ত লোক কোথা হইতে আসিতেছে? যেন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া লোক আসিতেছে। এত লোক কি কাটোয়া নগরে ছিল? আমার তো চিরকালের সাধন নষ্ট হইল। আমাদের নাচিতে নাই, নাচিলাম। এতদিন সাধনা করিয়া মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া হৃদয় দৃঢ় করিলাম, আজ স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতেছি। শুধু আমি তো নই, সকলেই যে কাঁদিতেছে! একি করুণা-রস সাগর যেন সহসা উছলিয়া উঠিল। (ভক্তগণের প্রতি) আপনারা জানেন, সন্ন্যাসের জন্য দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, পুষ্প, পুষ্পমাল্য এবং কৌপিন বহির্ব্বাস প্রভৃতি এই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রয়োজন, আর একজন নাপিতের প্রয়োজন।

নিতাই। ঐ দেখুন, দ্রব্যসম্ভার আপনি আপনিই আসিতেছে।

(দধি, মিষ্টান্ন বস্ত্র ইত্যাদি লইয়া ক্রমে লোকের আগমন।)

ভারতী। ইহারাই বা কিরূপে জানিল যে, এই সকল দ্রব্য এখনই প্রয়োজন হইবে?

নিতাই। ঐ তো আমাদের প্রভুর রঙ্গ। প্রভু সন্ন্যাস লইতেছেন, তাই জগৎ কাঁদিতেছে, আর সন্ন্যাসগ্রহণের উপকরণ যে আপনা হইতে উপস্থিত হবে তাহা বিচিত্র কি?

ভারতী। কি হে হরি প্রামাণিক! তুমিও আসিয়াছ? বেশ, তোমার ক্ষৌরকার্য্য করিতে হবে।

হরিদাস। আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না।

ভারতী। কেন?

হরি। ও মাথায় কে হাত দেবে? দেখ দেখি কেমন চুল! অমন চুল জন্মে দেখি নি। ও চুল মুড়ান আমাকে দিয়ে হবে না।

নিমাই। হরিদাস, আমাকে খালাস ক'রে দাও, আমি বৃন্দাবন যাবো। শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভাল করিবেন।

হরি। তা হোক্, সে ভাল আমি চাই না। এই কাটোয়ায় অনেক নাপিত আছে, ডেকে আনো। আমি ও মাথায় হাত দিতে পারিব না।

নিমাই। কেন, তোমার আপত্তি কি? প্রামাণিক, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমাকে শীঘ্র খালাস করিয়া দাও।

হরি। আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে। এই চুল আমি ক্ষৌর করিব? তোমাকে সংসারের বাহির করিব? আমা হ'তে তা হবে না। আমি যদি মরি, আমার পুত্র যদি মরে, আমি যদি নরকে যাই, তবু আমি পারিব না। * আমার প্রাণ চিরদিন বড় কঠিন, কিন্তু সেই কঠিন প্রাণ আজ ফেটে যাচ্ছে। (ক্রন্দন)

নিমাই। (নাপিতের গায়ে হাত দিয়া) শান্ত হও, কৃপা করিয়া আমাকে খালাস করিয়া দাও।

হরি। দেখিতেছি, তুমি যে সে নয়, আমরা যে ঠাকুরকে পূজা করি, তুমিই সেই ঠাকুর, আমাকে বধ করিতে ধরাধামে এসেছো। আচ্ছা ঠাকুর, আমরা নাপিত, মাথার চুল কামাই, পায়ের নখ ফেলি! তোমার মাথার চুল ফেলিব, আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? যাহার পায়ে হাত দেব তাহার সর্ব্বনাশ হইবে, আমারও সর্ব্বনাশ হইবে।

নিমাই। তাহার ভাবনা কি? আমার বরে তোমার আর নাপিতের

---

* চৈতন্য মঙ্গল।

ব্যবসায় করিতে হইবে না। তুমি মধুমোদক হইবে, আর তোমার ইহকালে ও পরকালে সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল হইবে।

হরি। ঠাকুর মঙ্গল অমঙ্গল বুঝি না, তবে তোমার কথা ফেলিতে পারিতেছি না। যে ঠাকুর সকলের বড়, তুমি সেই ঠাকুর কিনা! আমি মূর্খ বলিয়া তাই এতক্ষণ নানাকথা বলিতেছি। (সকলের প্রতি) ওগো মহাশয়েরা, আপনারা কাঁদিতেছেন, আমিও কাঁদিতেছি। আমি ক্ষৌর করিলে আপনারা রাগ করিবেন, কিন্তু আমি আর ঠাকুরের কথা ফেলিতে পারিতেছি না। এসো ঠাকুর, বসো, ক্ষৌর কার।

একজন যুবক। রাথ প্রামাণিক, অত ব্যস্ত হইও না। ওগো ভারতী গোঁসাই, তুমি সোণার পুতুল নবীন যুবকটীকে ঘরের বাহির করিতেছ, তোমার কষ্ট হইতেছে না? না, বুঝি একটী শিকার পাইয়াছ?

ভারতী। না বাপু, আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু উনি সামান্য তোমার আমার মত মনুষ্য নহেন। উঁহার কথা উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

দ্বিতীয় যুবক। না, মিষ্ট কথায় হবে না। এসো, সকলে এই সন্ন্যাসী-টাকে বধ করি, তাহা হইলে আপদ চুকিয়া যায়।

ভারতী। (করযোড়ে) বেশ কথা, আমাকে বধ কর, তাহা হইলে আমিও বাঁচি।

যুলক। কেন, তুমি ওঁকে বল না যে, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারিব না, তুমি বাড়ী যাও?

ভারতী। বলিয়াছি, কিন্তু উনি গেলেন না। উহার কথা অগ্রাহ্য করিতে আমার সাধ্য নাই। তোমরা কেন বল না?

বৃদ্ধ। আচ্ছা, আমি বৃদ্ধ, আমার কথা ফেলিতে পারিবেন না, আমি বলিতেছি। ওগো নবীন অধ্যাপক, তুমি বাড়ী যাও। তোমার জননী ও পত্নী এতক্ষণ আছেন না আছেন!

নিমাই। (করযোড়ে) ঠাকুর, আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইতেছি, ইহাতে বাধা দিবেন না। কৃষ্ণ অন্বেষণ জীবের প্রধান কাজ।

বৃদ্ধ। তা বটে, তুমি বেশ করিতেছ। আমাদেরও তোমার সঙ্গী হওয়া উচিত, কিন্তু আমরা মায়ামুগ্ধ জীব, পারি না। তুমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস কর, করিয়া জীবের মঙ্গল কর।

বৃদ্ধা। আপনি যান, আপনি তো ওঁকে উৎসাহ দিচ্চেন। আমি বল্‌ছি। ওগো বাছা, তোমার মা যে এতক্ষণ প্রাণে মরিলেন, মাতৃবধ ক'রে কি ধর্ম্ম হবে? বাছা, বাড়ী ফিরে যাও। তুমি আমাদের কেহ নও, তবু তোমার জন্য এই সমস্ত লোক ধৈর্য্যহারা হ'য়ে কাঁদিতেছে, আর তোমার মায়ের কি দশা হয়েছে, একবার ভেবে দেখ।

নিমাই। মা, আমি কৃষ্ণভজন করিব, সেই ভাল; না সংসারে থাকিয়া বিষয়ে উন্মত্ত হওয়া ভাল? আমি যদি ভাল হই, তবে আমার মায়েরও অবশ্য ভাল হবে। আমার মা যদি আমার শত্রু হন তবে বাধা দিবেন, যদি হিতৈষী হন, তবে আমাকে সাহায্য করিবেন।

বৃদ্ধা। তা বটে, আমরা কাঁদিতেছি, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, তোমার কাজ দেখিয়া আমাদের মন ভাল হইতেছে। তুমি বেশ করিতেছ। তুমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস লও। সংসার তো মিথ্যা, চোখ বুজিলে আর সংসার কি?

নিমাই। তবে প্রামাণিক, আমাকে খালাস করিয়া দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই। (নাপিতের নিমাইর অগ্রে উপবেশন)

নাপিত। উহু! উহু! আর পারি না। (মৃত্তিকায় পড়িয়া গড়াগড়ি ও সকলের ক্রন্দন)

নিমাই। (নাপিতের গাত্রে হস্ত দিয়া) উঠ, হরিদাস, শান্ত হও।

নাপিত। (উঠিয়া, অট্ট অট্ট হাস্য করিতে করিতে) আজ আমার কি আনন্দ! আজ আমি ঠাকুরের নাপিত হইলাম।

(ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাতে হটিয়া আবার নিমাইর সম্মুখে আগমন)

নিমাই। প্রামাণিক, শান্ত হইয়া উপবেশন কর, আমাকে খালাস করিয়া দাও। (নাপিতের উপবেশন ও ক্ষৌরকার্য্যের উদ্যোগ) হরিদাস, তিষ্ঠ, আমি একবার নৃত্য করিয়া লই।

(উঠিয়া নৃত্য)

ভারতী। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইবার সময় আনন্দে নৃত্য, এ কেবল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পারেন।

নাপিত। ঠাকুর, বেশ বলিয়াছেন। আমারও এখন মনস্থির হয় নাই, ক্ষৌর করিতে মাথায় রক্তপাত করিব? একটু নৃত্য করিয়া শান্ত হই, আমার হাত কাঁপিতেছে।

(নাপিতের নৃত্য)

নিমাই। হরিদাস, এ দিকে এসো। (হরিদাসের হস্তধারণ ও উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য)

ভারতী। নিমাই, শান্ত হও। এ দিকে লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

(নিমাইর উপবেশন, নাপিতের ক্ষৌর করিতে যাওয়া, হস্ত কম্পন, পরে একটু স্থির হইয়া ক্ষৌর করণ)

(সকলের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

ভারতী। নিমাই, গঙ্গাস্নান করিয়া এসো।

(নিমাইর গমন ও ভারতী ভিন্ন অন্য সকলের নিমাইর পশ্চাৎ গমন, নাপিত ক্ষুর ইত্যাদি মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন *)

নাপিত। (ক্ষুর ইত্যাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া) আজ থেকে ক্ষৌর-কার্য্যের শেষ হলো। এসব আর দরকার নাই।

নিমাই। (স্নান করিয়া আসিয়া ভারতীর প্রতি) কৌপীন দিতে আজ্ঞা হউক। (ভারতীর কৌপীন ও বহির্ব্বাস প্রদান) (নিমাই কৌপীন মস্তকে স্পর্শ করিয়া, উপস্থিত জনগণের প্রতি) হে আমার সুহৃদ্‌গণ, হে মাতঃ, হে পিতঃ, তোমরা সকলে আমাকে অনুমতি কর, আমি কৌপীন পরিধান করিয়া কৃষ্ণের দাস হইব। (সকলের ক্রন্দন ও হরিধ্বনি) হে বন্ধুগণ, পিতা, মাতা, আশীর্ব্বাদ কর যে ব্রজে যেন কৃষ্ণ পাই। (রোদন ও হরিধ্বনি)

ভারতী। নিমাই, আমার বামে এই আসনে উপবেশন কর।

নিমাই। (উপবেশন করিয়া) স্বামিন্, আমি স্বপ্নে এক সন্ন্যাসের মন্ত্র পাইয়াছি। শ্রবণ করুন, সেটী কেমন।

(ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কথন)

---

* তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চ রব, কান্দে যত লোক সব,
নয়নের জলে দেহ ভাসে।
হরি হরি কি না হইল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগরবাসী, দিবসে দেখয়ে নিশি,
প্রবেশিল শোকের সাগরে।
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ,
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরবে।
রসিকানন্দ।

ভারতী। (আশ্চর্য্যে) এ মহামন্ত্র তুমি কোথায় পাইলে? আমাদের মন্ত্র তো প্রকাশ হইবার কথা নয়! ওঃ বুঝিয়াছি, তুমি যে অন্তর্যামী, তুমি যে সকল হৃদয়েই অধিষ্ঠান কর, তোমার অজ্ঞাত কি আছে?

নিমাই। প্রভু, আবার কেন ঐ কথা বলিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছেন?

ভারতী। বুঝিলাম, তুমি জীবের নিকট মন্ত্র লইবে কেন, তাই তুমিই আমাকে দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিলে। আহা, কি দয়াময়! তুমিই তো সকলের গুরু। *

---

* মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে,
বলে দেও অরুণ বসন
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥
অরুণ দুখানি কাণি, ভারতী দিলেন আনি,
আর দিল একটি কৌপিন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌরহরি,
আপনাকে মানে অতি দীন ॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
নিজ কর দিয়ে মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস,
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে ॥
এত বলি গৌররায় ঊর্দ্ধ মুখ করি ধায়,
দিক্ বিদিক্ নাহি মানে।
ভক্তগণ সবে পাছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে,
বাসুদেব হাঁকান্দ কান্দনে।

নিমাই। এখন মন্ত্র দিতে আজ্ঞা হয়।

(কর্ণে মন্ত্র প্রদান)

ভারতী। এখন তোমার নামকরণ করিতে হইবে। তোমার উপযুক্ত নাম কি ভাবিতেছি, (নিমাইর বুকে হস্ত দিয়া) তুমি সকল জীবকে কৃষ্ণ নামে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম হইল "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য !"

নিকটস্থ কতিপয় ব্যক্তি। কি নাম, কি নাম ?

ভারতী। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

সকলে। জয়, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জয় ! (হরিধ্বনি)

ভারতী। নিমাই, দণ্ড কমুণ্ডল ধর। (নিমাইর দণ্ড কমুণ্ডল হস্তে দণ্ডায়মান ও সকলের প্রণাম)

সকলে। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ! জয় পতিতপাবন ! জয় কাঙ্গালের ঠাকুর !

নিমাই। (সকলের প্রতি) হে বন্ধুগণ, হে মাতা ও পিতাগণ ! আশীর্ব্বাদ কর যে আমি ব্রজে গিয়া কৃষ্ণ পাই। (হরিধ্বনি) আমি এখন সন্ন্যাসী ভিক্ষুক, তোমাদের দ্বারে আমার এই ভিক্ষা—, আমি কাঙ্গাল, আমাকে ভিক্ষা দিবে না ?

সকলে। দিব, দিব !

নিমাই। আমার এই ভিক্ষা—, (করযোড়ে) তোমরা সেই মঙ্গলময় কৃষ্ণকে ভজনা কর। করযোড়ে আমার এই ভিক্ষা। তবে আমি বৃন্দাবনে চলিলাম। হে কৃষ্ণ, এই আমি এলাম—। (দণ্ড কমুণ্ডল ফেলিয়া গমনোদ্যত)

ভারতী। কৃষ্ণ চৈতন্য, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার দণ্ড কমুণ্ডল লইয়া যাও, আর আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

চন্দ্রশেখর। (দুই হাতে পথ আটকাইয়া) একবার আমাদিগকে মনে কর।

নিমাই। (চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া) কে বাবা? বসো।
(আপনি উপবেশন) বাবা, আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, কৃষ্ণ আমাকে ডাকিতেছেন। আমার মা রহিলেন। হে বন্ধুগণ, তোমরা আমার জননীকে বলিও, যেন তিনি আমাকে মার্জ্জনা করেন। তিনি আমাকে এক তিলে যে সেবা করিয়াছেন, সে ঋণ আমি কোটী যুগেও শোধ করিতে পারিব না। মা যেন আমার অপরাধ না লয়েন, কারণ তিনি মা আর আমি সন্তান। মাকে বলিও যে লোকের বিধবা কন্যাও থাকে, আমি তাঁহার বিধবা কন্যা। লোকের অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু সন্তান থাকে, আমি তাঁহার সেইরূপ বৃথা সন্তান। আমার দ্বারা তাঁহার প্রতিপালন হইল না। মাকে এই প্রণাম দিও। (প্রণাম) আমি চলিলাম। কৃষ্ণ, এই আমি চলিলাম, এলাম, এলাম।
(বলিতে বলিতে দৌড়)

নিতাই। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।

মুকুন্দ। দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।

জনৈক ব্যক্তি। দাঁড়াও, দাঁড়াও নবীন সন্ন্যাসি!

অন্যজন। আর সংসারে ফিরিব না। দাঁড়াও, দাঁড়াও।

[চীৎকার করিয়া "দাঁড়াও!" বলিতে বলিতে সকলে পশ্চাৎ ধাবমান।

শচীর গৃহ।

শচী ঈশানকে হেলান দিয়া বসিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন করিয়া, পার্শ্বে তাঁর সখী উপবিষ্টা।

শ্রীবাস। ঠাকুরুণ অদ্য দুই দিবস এক স্থানে বসিয়া, মুখে জল পর্য্যন্ত দিলেন না, আপনি মুখে জল না দিলে বধূমাতাও দিবেন না। ঐ বালিকার মুখ চাহিয়া আপনি মুখে দুটি অন্ন দিউন। প্রভু ভাবের

বশ ; কোথা আছেন, কে জানে ? আপনি অত চিন্তিত কেন হন ? জানেন ত, তিনি কি বস্তু ? তাঁহার নিমিত্ত আর ভয় কি ? ঠাকরুণ, শান্ত হউন।

শচী। পণ্ডিত, বেলা অনেক হয়েছে। দেখ, সেই অতি সকালে কৃষ্ণকে গোঠে পাঠিয়ে দি। ব'লে দিলুম, বাপ তোমাকে আমি পলকে হারাই, বিলম্ব করিও না। তা কৃষ্ণ বড় নিঠুর ; একেবারে খেলায় উন্মত্ত। আমি যে পথ চেয়ে আছি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীবাস। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! ঠাকরুন যে পাগল হয়েছেন। পাগল হ'লেন নাকি ? (প্রকাশ্যে) ঠাকরুন আপনার পায়ে পড়ি আপনি স্নান করুন (শচীর পদধারণ।)

শচী। আমি স্নান করিব ? কৃষ্ণ বাড়ী না এলে তা কি পারি ! আগে সে আসুক, এলে তাহাকে ঐ উদূখলে বাঁধিবো, যখন সে মা মা বলিয়া কান্দিবে তখনি ছাড়িয়া দিব ; দিয়া তাকে স্নান করাইব, মুখে নমী দিব। মুখে অলকা তিলকা দিয়া চিত্র করিব, তবে আমি স্নান করিব। (উঁকি মারিয়া) পণ্ডিত, দেখ তো কৃষ্ণ আসিতেছে কি না ?

শ্রীবাস। (বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে যাইয়া) দেবি, তুমি উঠ, উঠিয়া ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা কর। তুমি তো জান, আমাদের প্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ, জীবের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এই ধরাধামে এসেছেন। তুমি আর শচী-ঠাকুরাণী তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের সহায়। দেখ, শচী-ঠাকুরাণী পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছেন। প্রভু এখন গৃহে নাই, তাঁহার স্থানে তুমিই ঠাকুরাণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইয়াছ। উঠ মা উঠ, জীবের দুঃখ ভাবিয়া তোমাদের দুঃখ লাঘব কর। আমি একটু বাহিরে যাই, তুমি ঠাকরুণকে উঠাও। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন পার, অন্ততঃ তাঁহার মুখে ও মাথায় একটু জল দাও। (উর্দ্ধমুখ

হইয়া) প্রভু! হে আমাদের প্রাণের প্রাণ! তুমি জীবের দুঃখের নিমিত্ত ব্যাকুল, একবার মায়ের দশা দেখ।

গীত।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) দেবি উঠ, আমি একটু বাহিরে দাঁড়াই, তুমি ঠাকরুণকে সান্ত্বনা কর।

সখি। দেবি উঠ, মাকে সান্ত্বনা কর, তুমি ভিন্ন আর কেহ পারিবে না।

বিষ্ণু। (উঠিয়া) সখি, তিনি না কৃষ্ণ? তাহাই যদি হ'ল, তবে আমি কি রাধা?

সখি। তাহার আর সন্দেহ কি?

বিষ্ণু। তবে কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, তাই তো?

সখি। হাঁ, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, আবার আসিবেন।

বিষ্ণু। তবে আমি কৃষ্ণ-বিরহিণী? সখি, তুমি রাধার বিরহ বর্ণনা করিয়া একটী গীত গাও, দেখি আমার কি ভাব হয়। তুমি গীত গাও, আর আমি উহা শুনিয়া বিরহ-যন্ত্রণা লাঘব করি।

সখি। আচ্ছা শ্রবণ কর।

গীত।

প্রাণনাথের পথ চেয়ে আঁধল আঁখি।
ছটফট করে আমার পরাণ পাখী॥
সে বিনা প্রাণ বাঁচে না, সে তা কি সই জানে না,
জানিয়া সে দুঃখ দেয় কি করি সখি!
আমার মত কত জনা, করে তার উপাসনা,
আমি থাকি আর মরি সখি, তার ক্ষতি কি?
সে তো মোরে খোঁজে না, তা তো মন বুঝে না,
তবু সখি, তার লাগি ঝুরে দু-আঁখি।
যত মোরে দুঃখ দেয়, তত মায়া বেড়ে যায়,
বলরামের গৌর বিনা আর উপায় কি?

বিষ্ণু। (শচীর গলা ধরিয়া ক্রন্দন) মা, শান্ত হও, তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তা কি তুমি জান না ?

শচী। (অট্ট অট্ট হাস্য) কৃষ্ণ, এসেছিস্ ? আজ তোকে বাঁধ্ বো। আমি তোকে না দেখিলে আমার পলকে প্রলয় হয়, আর তুই নিঠুর, মার প্রতি তুই এত নিদয় ? দাঁড়া, আগে আমি একগাছি দড়ি নিয়ে আসি।

বিষ্ণু। (ক্রন্দন করিয়া) মা, পাগল হোলে ? (ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া) প্রভু দয়াময়, মায়ের প্রতি করুণা কর। হে দীন দয়াল, তুমি আমাকে যে দুঃখ দেবে দাও, কিন্তু মা আমার বৃদ্ধা, সহিবেন কি করিয়া ? প্রভু, মাকে সান্ত্বনা কর।

শচী। (চেতন পাইয়া) কে, মা বিষ্ণুপ্রিয়া ? মা, নিমাই কোথা ? ওমা, আমার নিমাইকে তুমি কেন ছেড়ে দিলে ? (শাশুড়ী ও বধু গলাগলি হইয়া রোদন) ও নিমাই, তুই না কৃষ্ণ ? ও কৃষ্ণ কৃপাময়, আমরা স্ত্রীলোক, তোমার ভঙ্গী কি বুঝিব ? (শচীর মূর্চ্ছা।)

বিষ্ণু। (শচীকে ধরিয়া) সখি, শীঘ্র জল নিয়ে এসো, মুখে দাও, মা চেতন হারা হয়েছেন। দেখি—এই যে দাঁত লাগিয়াছে।

-o---

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বটবৃক্ষ তলে বৃক্ষ হেলান দিয়া নিমাই উপবিষ্ট।)

(কেবল কৌপিন পরিধান, বহির্ব্বাস নাই।)

নিমাই। (বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন) হে কৃষ্ণ, একবার আমাকে দেখা দাও। একটী বার! তারপর তুমি শতবর্ষ অদর্শন থাকিও। আমার প্রাণ যে যায়! আমাকে কোথা ফেলে গেলে, হে নাথ, তুমি তো দয়াময়, আমাকে দয়া কর। আমি বড় দুঃখী, কেননা তোমাকে হারায়েছি। কৃষ্ণ! তোমা ছাড়া আমার আর কি আছে, তোমা বিহনে ভুবন অন্ধকার। (নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দের প্রবেশ) প্রাণ যায়, প্রাণ যায়!

(ধুলায় গড়াগড়ি)

নিতাই। এই যে প্রভু! (ভক্তগণ ধরিয়া বসাইলেন, নয়ন মুদিত প্রভু হেলান দিয়া) প্রভু কাল আমাদের ফেলিয়া কোথায় গিয়াছিলে? সমস্ত রাত্রি তল্লাস করিয়াছি, তোমার রোদন শুনিয়া এদিকে আসিলাম।

চন্দ্রশেখর। ওরূপ করুণার ক্রন্দন ত্রিজগতে আর কেহ পারে না। আহা মরি, শূন্য গাত্রে এই শীতে রাত্রি যাপন করিয়াছ?

নিতাই। ও জীব! একবার দেখিয়া যা। দেখ্ তোদের জন্য আমাদের প্রাণের যে প্রাণ তাহার দুঃখ দেখ্। প্রভু তুমি তো জীব উদ্ধার করিতেছ না, জীব বধ করিতেছ। এরূপ দৃশ্য দেখিয়া কে বাঁচিয়া থাকিবে? আমরা কঠিন বলিয়া বাঁচিয়া আছি। হইল ভাল। বিনি

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তিনি এখন কৌপীন পরিয়া কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া দ্বারে দ্বারে জীবের নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবেন, দেখি এখন কঠিন জীব কি করে !

গীত।

তোরা আয়রে পুরবাসিগণ,
আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।
তোদের, ভবের মেলায় ধূলা খেলায় হারাস্‌নে জীবন রতন,
(ভেবে দেখ ও তাপিত জীব)
তোদের সম্মুখে দাঁড়ায়ে ঐ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
(দেখরে ঐ কাঙ্গাল বেশে)
তোদের গোলকধামে লয়ে যেতে এসেছেন জীবনের জীবন।
(দেখরে ঐ চেয়ে দেখ)

(দুইজন রাখালের প্রবেশ ও প্রভুকে দেখিয়া হরিধ্বনি, হরিধ্বনি শুনিয়া নিমাইর নয়নোন্মীলন)

নিতাই। (প্রভুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) প্রভু নয়ন মেলিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও বাহ্যজ্ঞান হয় নাই। দেখেছ, রাখালগণ কি বুঝে, কিন্তু প্রভুকে দর্শন মাত্র উহাদের মুখেও হরিধ্বনি আসিল। (নিমাই উঠিয়া বসিলেন) (রাখালগণ আবার হরিধ্বনি করিল)।

নিমাই। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে মধুর নাম করিল ?
(ইতি উতি নিরীক্ষণ)

নিতাই। (মুকুন্দের প্রতি) অদ্য প্রভুরও আমাদের চারিদিন উপবাস। এই চারিদিন কাহারও আহার, কাহারও নিদ্রা, কাহারও জলপান পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রভু এই চারিদিন একেবারে অচেতন। কত

ডাকিয়া, কত চেষ্টা করিয়া আমরা চেতন করাইতে পারিলাম না। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, অনিদ্রায়, পথশ্রমে, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহে, কিছুতেই যাঁহাকে চেতন করাইতে পারিল না, যাই কর্ণে হরিধ্বনি প্রবেশ করিল অমনি তিনি সজীব হইলেন। এরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না।

(রাখালগণের হরিধ্বনি)।

নিমাই। (ইতি উতি চাইতে রাখালগণকে দেখিয়া) বাপ্ তোমরা কারা? তোমরা এই মধুর নাম কোথায় পাইলে? তোমরা বুঝি ব্রজের রাখাল হইবে, নতুবা এ দুর্লভ নাম কোথায় পাইবে? বাপ্ (রাখালের মাথায় হস্ত দিয়া) আমার কর্ণ এতক্ষণ উপবাসী ছিল, তোমরা মধু ঢালিয়া দিয়াছ। বাপ্ আবার ঐ নাম বল। (রাখালগণের হরিধ্বনি) বাপ্ আমি মরেছিলাম, তোমাদের মধুর মুখে হরিনাম শুনিয়া প্রাণ পাইলাম। কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন। আবার একবার বল। (হরিধ্বনি) বাপ্ আর একটি উপকার কর, আমি বিদেশী পথ চিনি না। শ্রীবৃন্দাবন কোন্ পথে যাব, কৃপা করিয়া বলিয়া দাও।

(নিতাই পশ্চাৎ হইতে রাখালগণকে শান্তিপুরের পথ দেখাইতে সঙ্কেত করিলেন। রাখালগণের সঙ্কেতানুসারে সেইদিকে পথ নির্দ্দেশ করণ ও নিমাইর অবনত মস্তকে, টলিতে টলিতে, নির্দ্দিষ্ট পথে গমন।)

নিতাই। (চন্দ্রশেখরের প্রতি) আমি প্রভুকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া যাইব। আপনি দ্রুতপদে শান্তিপুরে গমন করুন। সেখানে গিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলুন যেন তিনি এ পারে নৌকা লইয়া ঘাটে আমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করেন। (চন্দ্রশেখরের পাশ কাটাইয়া বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করিয়া শান্তিপুর পথে প্রস্থান।)

নিমাই। (দাঁড়াইয়া চিন্তা) অবন্তী নগরের বিপ্রই সাধু। তিনি সমুদয় ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়াছিলেন। আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব। সাধু! সাধু! বিপ্র তুমিই ধন্য!

নিতাই। (সঙ্গীগণের প্রতি) প্রভুর এখন সহজ জ্ঞান হইয়াছে। বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিবেন। (পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান)।

নিমাই। (মুখ উঠাইয়া) কে আপনি? আপনাকে যেন চিনি চিনি করিতেছি! (একটু থাকিয়া) যেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ?

নিতাই। হাঁ, আমি সেই অধমই বটে।

নিমাই। আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি কি করিয়া এখানে আসিলে?

নিতাই। প্রভু তুমি বৃন্দাবনে যাইতেছ শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া তোমার লাগ পাইলাম।

নিমাই। বটে, বটে, বড় সুখের কথা; এখন দুজনে যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে মুকুন্দ ভজন করিব। (একটু থাকিয়া) শ্রীপাদ, শ্রীকৃষ্ণ ত আমাকে দেখা দিবেন?

নিতাই। (স্বগত) আবার কপাল পুড়িল। ঐ সব কথা তুলিলে প্রভু আবার অচেতন হইবেন। (প্রকাশ্যে) প্রভু, ও সকল কথা এখন থাক। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিতেছি, আগে ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তি করি। তোমার কি? প্রেমসুধা পান করিয়া চিরদিন থাকিতে পার, আমরা কিন্তু ক্ষুদ্র জীব।

নিমাই। বৃন্দাবনে যাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিবে। বৃন্দাবন আর কত দূর?

নিতাই। (স্বগত) প্রভুর মনের ভাব এই যে তিনি বৃন্দাবনের নিকটে আসিয়াছেন, নতুবা 'আর কত দূর" বলিবেন কেন? সম্মুখে সুরধুনী, উহাকে কেন যমুনা বলিয়া বুঝাই না? ওপারে শান্তিপুর, এপারে

অবশ্যই শ্রীঅদ্বৈতকে নৌকার সহিত পাইব। (প্রকাশ্যে) বৃন্দাবনে ত আসিলাম, অদ্যই বৃন্দাবন যাইব।

নিমাই। শ্রীপাদ, বল কি? আমার ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন আছে?

নিতাই। আমি তোমাকে এখান হইতে বৃন্দাবন দেখাইতেছি। ঐ একটী নদী দেখা যায়, দেখিতে পাইতেছ? আর তাহার তীরে একটী বট বৃক্ষ দেখিতেছ?

নিমাই। (নিরীক্ষণ করিয়া) হঁা দেখিতেছি।

নিতাই। ঐ বট বৃক্ষটী বংশীবট, আর নদীটি শ্রীযমুনা।

নিমাই। যমুনা! যমুনা! ঐ যমুনা? তবে আর কি, এখনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিব। এই আমি চলিলাম। (ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়)

মুকুন্দ। ঠাকুরকে বঞ্চনা করিলে, হয়তো তিনি রাগ করিবেন।

নিতাই। এই প্রবঞ্চনা করায় যদি আমার নরকভোগ করিতে হয়, তাহা করিতে আমি স্বীকৃত আছি। প্রভু অদ্য পাঁচদিন মুখে জলবিন্দু দেন নাই, তবুও তাঁহার তেজ দেখ ও দৌড়িবার ক্ষমতা দেখ। চল, আমরাও দৌড়াই, যতদূর পারি।

[সকলের প্রস্থান।



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুরধুনীতীর, ঘাটে নৌকা, নিমাই যমুনাভ্রমে সুরধুনীতে স্নানান্তে একপাশে দাঁড়াইয়া ও অদ্বৈত একপাশে দাঁড়াইয়া।

নিমাই। (যমুনাস্তোত্র সুর করিয়া পাঠ)।

চিদানন্দ ভানোঃ সদানন্দ সূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥

(নিত্যানন্দ প্রভৃতির প্রবেশ)

অদ্বৈত। এই আমাদের সেই নবীন নাগর প্রভুর একি দশা?

(উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

নিমাই। (নয়ন মেলিয়া অদ্বৈতকে লক্ষ্য করিয়া) আপনি কে? শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য না?

নিতাই। হাঁ প্রভু, তিনিই বটে।

নিমাই। কি আনন্দ! এখন বৃন্দাবনে তিনজনে মনের সুখে মুকুন্দ ভজন করিব। (একটু থামিয়া) কিন্তু আমি একি স্বপ্ন দেখিতেছি?

শ্রীআচার্য্য! তুমি আমার আগে কি করিয়া আসিলে? আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বৃন্দাবন যাইতেছি, পথে দেখি, শ্রীনিত্যানন্দ! তাহার পর যমুনায় স্নান করিয়া উঠিয়া দেখি, সেখানে তুমি দাঁড়াইয়া। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। (নিপট্ট বাহ্য) বুঝেছি, এ যমুনাও নয়, বৃন্দাবনও নয়। এ সুরধুনী, আর ও পারে শান্তিপুর। ভাল শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, এ কাজটি কি ভাল হইল? তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ছোট ভাই বলিয়া থাক, আর তুমি ভাই হইয়া আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে দিলে না, ভুলাইয়া শান্তিপুর লইয়া আসিলে? সকলেই বৃন্দাবনে গেল, কেবল আমারই বৃন্দাবন যাওয়া হইল না। (রোদন) আমি শ্রীকৃষ্ণকে পাইব বলিয়া সন্ন্যাসী হইলাম, তাঁহাকে আর পাইলাম না।

শ্রীঅদ্বৈত। প্রভু, আপনাকে কি কেহ প্রতারণা করিতে পারে? আপনি ত্রিজগতের প্রাণ, অন্তর্য্যামী। আপনি নিজ ইচ্ছায় আসিয়াছেন, কারণ, আপনি কি জানিতেছেন না যে, আপনার কোটী কোটী ভক্ত প্রাণে মরিতেছে? একবার দেখা দিয়া তাহাদের প্রাণ দান করুন। প্রভু শ্রীপাদও মিথ্যা কথা বলেন নাই, শাস্ত্রে বলে যে গঙ্গার পশ্চিম পারে যমুনা বহিতেছেন।

নিমাই। আচ্ছা, তাহা যেন হইল, শ্রীপাদ বলিলেন যে এই বৃন্দাবন, তাহার কি?

অদ্বৈত। এ বৃন্দাবন নয়? অবশ্য বৃন্দাবন। তুমি যেখানে, সেইখানেই বৃন্দাবন। প্রভু, এ লীলা সংবরণ কর। আজ পাঁচদিন উপবাসী। আজ, দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়ী পদার্পণ করিয়া একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়া তোমার কোটী ভক্তের প্রাণ রক্ষা কর। চল।

(প্রভুর হস্তধারণ)

নিমাই। (নিত্যানন্দের প্রতি) এই নিমিত্ত বুঝি তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে শান্তিপুরে ভুলাইয়া আনিয়াছ ?

নিতাই। মিথ্যা কথা বলেছি আমি—তোমার কি ? আমিই নরকভোগ করিব। কিন্তু প্রভু তোমারই বা বিবেচনা কি ? তোমার দুঃখিনী মা, তোমার কোটী ভক্ত প্রাণে মরিতেছে। তুমিই না হয়, মায়াতীত ভগবান, দয়া মায়া নাই। কিন্তু আমরা মায়ামুগ্ধ জীব, আমরা কি করিয়া ইহা সহ্য করি ? প্রভু, ক্ষমা দাও, চল এখন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ী যাই। (আর এক হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাওয়া)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী। মহাপ্রভু অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি।

হরিদাস। দ্বারে আটজন বলবান দ্বারী রাখিয়া ভালই হইয়াছে, নতুবা প্রভুকে দর্শন করিতে যে ভিড় হইতেছে, তাহাতে এ বাড়ী ঘর দুয়ার সমস্ত চূর্ণ হইত।

মুকুন্দ। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শচী ঠাকুরাণীকে আনিতে গিয়াছেন, তাঁহার সহিত শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ আসিবেন, বোধ হয় শান্তিপুরে লোক ধরিবে না। আর শ্রীআচার্য্যের বহু অন্ন ব্যয় হইবে।

হরিদাস। তাহাতে ভাবনা নাই, শ্রীআচার্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার। (নেপথ্যে হরিধ্বনি) বুঝি নদেবাসিগণ আসিতেছেন। (মুহুর্মুহু হরিধ্বনি)।

নিমাই। মা জননী আসিতেছেন। (দোলায় শচীকে লইয়া ভক্তগণের প্রবেশ)

শচী। (দোলা হইতে মুখ বাড়াইয়া) কই আমার নিমাই কই, আমার নিমাই কই, আমার বাপ্! (প্রভুর জননীকে প্রণাম)।

অদ্বৈত। সন্ন্যাসীর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, প্রভু স্বয়ং ভগবান, সকল নিয়মের বাহির।

শচী। (নিমাইকে কাছে বসাইয়া) এই অল্প বয়সে নিমাই, কে তোর মাথার চুল ফেলিল? যে পোড়া নাপিত চুল ফেলিল তাহাকে ধিক্! তার প্রাণে কি দয়া মায়া নাই? আমার বড় সাধ ছিল কিছুদিন নদীয়ায় বসতি করিব, কেশব ভারতী ঠাকুর তাহা করিতে দিলেন না।

নিমাই। তাহাদের দোষ দাও কেন মা, সব দোষ আমার। আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাই সন্ন্যাস লইলাম। কৃষ্ণ প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ, তাহা সন্ন্যাস না লইলেও অর্জ্জন করা যায়।

শচী। নিমাই! আমার কত কথা মনে উঠে। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তুমি পিতৃহীন হইলে, আমি স্ত্রীলোক, তবু তোমাকে পালন করিলাম, বিদ্যাধ্যয়ন করাইলাম? নিমাই এইজন্য কি তোমাকে শ্রীভাগবত পড়াইয়াছিলাম? বাছা, তুমি আমাকে অনাথিনী ক'রে দেশান্তরে যাবে, বল দেখি, হতভাগিনী সরলা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে? আমি তোর বৃদ্ধা মা জীবিত, তুই এখন ডোর কৌপীন পরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া খাইবি; ইহা অন্য কাহারও সহ্য হয় না, আমি মা হইয়া কেমন করিয়া সহ্য করিব?

নিমাই। (করযোড়ে) মা অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করুন। মা তুমি আমাকে যেরূপ পালন করিয়াছ, এরূপ কোন কালে কোন জননী পারেন নাই। আমি তাহার শোধ দিলাম যে তোমার অন্তরে নিদারুণ আঘাত করিলাম। মা আমাকে ক্ষমা কর। আমার ধর্ম্ম নষ্ট হউক, আমি তোমাকে যে দুঃখ দিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। মা, আমি সন্ন্যাস লইয়াছি, এখন তুমি আমাকে যাহা বল তাহাই করিব, যেখানে থাকিতে বল, সেইখানে থাকিব, এমন কি যদি বল যে "সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া আমার গৃহে চল," তাহাই যাইব, ইহা আমি সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। মা আমাকে ক্ষমা কর, (রোদন)।

শচী। (কান্দিতে কান্দিকে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছান) চুপ কর, চুপ কর।

অদ্বৈত। মা জননী এখন অভ্যন্তরে আগমন করুন।

শচী। তাই চল যাইতেছি। আমি রাঁধিব, আর তো রাঁধিয়া নিমাইকে খাওয়াইতে পারিব না।

(শচীর প্রস্থান)

নিমাই। একবার কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাও।

শ্রীবাস। মুকুন্দ, বাসুদেব, এসো হরিকীর্ত্তন করি।

গীত।

হরিবল হরিবল হরিবল ভাই।

(সংকীর্ত্তনান্তে নিমাই মূর্চ্ছিত ভক্তগণের সন্তর্পণে চেতন লাভ)

নিমাই। বন্ধুগণ, আমার নিবেদন শুন। আমি সন্ন্যাস করিয়া জননীকে বড় দুঃখ দিয়াছি। তাঁহার দুঃখ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে। আমি তাঁহার দুঃখ দেখিয়া দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অর্থাৎ তিনি আমাকে যাহা করিতে কি যেখানে থাকিতে বলেন তাহাই করিব। এমন কি, যদি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলেন, তাহাও যাইব। তোমরা জন কয়েক প্রবীণ তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হও। আমি যাইব না, কারণ আমার সম্মুখে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বলিও, যেন তিনি একটুও কুণ্ঠিত না হন, তিনি মনোসুখে যাহা করিতে বলেন, তাহাই করিব।

নিতাই। ঠাকুর, একি তোমার মনোগত কথা?

নিমাই। আমি কি জননীর সহিত রহস্য করিতেছি?

নিতাই। তবে আচার্য্য আর শ্রীবাস চল যাই, জননীকে জিজ্ঞাসা করি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শচী আসিনা। নিতাই অদ্বৈত ও শ্রীবাসের প্রবেশ।

নিতাই। মা, বড় শুভ সংবাদ, এখন তুমি বলিলেই প্রভুকে বাড়ী নিয়ে যাই, তিনি তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। প্রভু বলেছেন কি যে, যদি তুমি বল, তবে তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়াও বাড়ী যাইবেন।

অদ্বৈত। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, তুমি কেন জননীর স্বাতন্ত্র্য হরণ করিতেছ? আমরা প্রতিনিধি আমাদের কর্ত্তব্য যে প্রভু যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ করি। শ্রবণ করুন, জননি। প্রভুর সন্ন্যাসে আপনার যে দুঃখ ইহা দেখিয়া প্রভু কাতর হইয়াছেন, তাই আমাদিগকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবেন, যেখানে থাকিতে বলেন সেইখানে থাকিবেন, এমন কি যদি বলেন "সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া বাড়ী চল," তাহাও যাইবেন। তিনি আপনার অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিতেন, কিন্তু পাছে তিনি আসিলে আপনার স্বাতন্ত্র্য যায় এই নিমিত্তই আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনার কি ইচ্ছা তাহা বলুন, প্রভু তাহাই করিবেন।

নিতাই। জননীর আবার কি ইচ্ছা হইতে পারে? জননি বলুন যে, প্রভু সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া বাড়ী চলুন।

অদ্বৈত। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, এ আপনার অন্যায়। জননি শুনুন। আপনি ও সব কথা শুনিবেন না, আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন।

শচী। (খানিক নীরব থাকিয়া) তিনি আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার অনুমতি চাহিয়াছেন। তিনি কি বস্তু তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি কি বস্তু, তাহা তিনি জানেন। তিনি যে আমার মত চাহিয়াছেন, তিনি বেশ জানেন, আমার মত কি হইবে, আর সে এক ব্যতীত দুই নয়। তিনি গৃহে চলুন, এ কথা আমি কখনও বলিতে পারিব না।

নিতাই। (বাধা দিয়া) জননি বলেন কি? আপনার ইচ্ছা কি যে, প্রভুকে ভাসাইয়া দিবেন! যখন সুবিধা পাইয়াছেন, আপনি যাহা বলিবেন, তিনি তাহাই করিবেন। সেখানে ও সব কথা বলিতেছেন কেন? আপনি কি মা হইয়া তাঁহাকে বাড়ীর বাহির করিবেন?

শচী। আমি কি মা হইয়া তাহার পরকাল নষ্ট করিব? আমি সেরূপ মা নই। আমি জ্বলে পুড়ে মরে যাই, সেও ভাল, তবু নিমাইর অকল্যাণ হয় এমন কাজ করিব না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আবার উহা ত্যাগ করিলে সে পতিত হয়, আমি এখন আপনার সুখের জন্য নিমাইকে পতিত করিব ইহা হইতে পারে না। আমার কি ইচ্ছা? কে না বুঝে যে আমার ইচ্ছা নিমাইকে বাড়ী লইয়া যাই! নিমাই তাহা জানে, আর ইহাও জানে যে আমি নিমাইর মা, তাহার ধর্ম্মনষ্ট হয় এমন কোন কাজ করিতে তাহাকে আমি বলিব না। তিনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, আর উহার উপায় নাই। এখন আর বাড়ী যাইতে পারেন না, এমন কি গ্রামেও বাস করিতে পারেন না। তবে নদীয়ার নিকটে কোন স্থানে থাকিলে আমি যাইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহা ভাল নয়। তিনি গ্রামের নিকটে বাস করি-বেন, আমি যাইব, তুমি যাইবে, সকলে যাইয়া "বাড়ী চল বাড়ী চল" বলিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবে। অতএব আমি বোধ করি, তিনি

শ্রীক্ষেত্রে বাস করুন, তাহা হইলে তাঁহার সংবাদ আমি মাঝে মাঝে পাইব। তোমরাও যাইতে পারিবে, তিনিও গঙ্গাস্নান করিতে আসিতে পারেন। অতএব তিনি সেখানে থাকুন।

অদ্বৈত। এইজন্য স্বয়ং ভগবান তোমার গর্ভে জন্ম লইয়াছেন। এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেবল ঠাকুরের মাতারই উপযুক্ত।

শ্রীবাস। তুমি যেরূপ অনুমতি করিলে, এরূপ জগতে কোন জননী পারে না! আর সকলে বলিত গৃহে চল।

শচী। (কান্দিয়া উঠিয়া) নিমাই, নিমাই, ওরে নিমাই, তোর কেমন মা দেখে যা। আমি মা হইয়া তোকে ঘরের বাহির করিয়া দিলাম। আমার বাছার তো কোন দোষ নাই। সে ত আমার উপর ভার দিয়াছিল। নিমাই! নিমাই! নিমাই! (মূর্চ্ছিত)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নীলাচল, সমুদ্রতীর। নিমাই সন্ন্যাসী ও অবধুত নিতাই।

নিতাই। প্রভু তোমার দশা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কি ছিলে, কি হয়েছ, তোমার প্রকাণ্ড দেহ, অসীম বল, এখন দাঁড়াইলে ঘুরিয়া পড়। তুমি আমাদের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, জগতের প্রাণ, তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমরা কিরূপে স্থির থাকি? তুমি প্রত্যহ সাগর-পরিমাণ নয়ন জল ফেলিয়া আপনার প্রাণ হত্যা করিতেছ।

নিমাই। শ্রীপাদ! আমার যে দুঃখ, তাহা বলিবার স্থান তোমার ন্যায় ব্যথিত ব্যতীত আর নাই। আমার দুঃখের সীমা নাই, আমি দুঃখ সাগরে ভাসিতেছি।

নিতাই। তোমার আবার দুঃখ কি প্রভু? তোমার দুঃখ তুমি আপনি স্বীকার করিয়া লইয়াছ। জীবে হরিনাম লইল না বলিয়া তাহাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত করিবার নিমিত্ত তুমি সন্ন্যাস লইলে। সুতরাং সন্ন্যাসজনিত দুঃখ তুমি ইচ্ছা করিয়া আপনার স্কন্ধে লইয়াছ। কেমন করিয়া কৃষ্ণের জন্য কান্দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তুমি সর্ব্বদা ক্রন্দন করিয়া থাকো। তোমার এ সব দুঃখ তুমি যাচিয়া লইয়াছ।

নিমাই। শ্রীপাদ, আমার দুঃখ দুই প্রকার। এক আমার নিজের নিমিত্ত, আর এক অন্যের নিমিত্ত।

নিতাই। তোমার নিমিত্ত দুঃখ কি শুনি?

নিমাই। দুঃখ এই যে কৃষ্ণকে পাইলাম না, তাঁকে পাইয়া হারায়েছি। দেখিতেছ না, শ্রীগোবিন্দবিরহে আমার নয়ন মেঘের স্বরূপ হইয়াছে?

নিতাই। প্রভু, এ কথা থাকুক। তোমার মন তুমি জানো, কৃষ্ণ বিরহ বস্তু কি তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এই বিরহ তুমি স্বীকার করিয়া লইয়াছ। অতএব সে কথা থাকুক। তোমার অন্যের নিমিত্ত দুঃখ কি তাই বল, শ্রবণ করি।

নিমাই। শ্রীপাদ, জীবের দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অথচ তাহাদের দুঃখ তাহারা অনায়াসে মোচন করিতে পারে। যে কৃষ্ণনাম সেই কৃষ্ণ। এই নাম করিলে অনায়াসে তাঁহার শ্রীচরণ প্রাপ্তি হয়। অথচ জীব তাঁহাকে ভুলিয়া ভব সংসারে ডুবিয়া আই ঢাই করিতেছে, ইহা ভাবিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়?

নিতাই। প্রভু, তুমি জগত উদ্ধার করিতেছ, করিয়াছ। তোমার কৃপায় হরিনামে পৃথিবী ভাসিয়া গিয়াছে। কি সেতুবন্ধ, কি গৌড় সর্ব্ব স্থানে তোমার কৃপার যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, ঐরূপ কোন দেশে, কোন যুগে হয় নাই।

নিমাই। শ্রীপাদ, আমার হৃদয়ের কথা শ্রবণ কর। এ কথা সত্য যে আমি হরিনাম বিলাইতেছিলাম, কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল, তাই জীব উদ্ধার হইল না, আর সেই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

নিতাই। বাধা কি?

নিমাই। শ্রীহরিনামের অসীম শক্তি। আমি সেইনাম বিলাইতে গেলাম, কি বলিব, বলিতে লজ্জা করে, শ্রীকৃষ্ণ জীবমাত্রের হৃদয় প্রেমের আকর স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। আমি হরিনাম বিলাইতে গেলে হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল, আর আমি উহাতে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার দ্বারা আর জীব উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই।

(নিতাইর গলা ধরিয়া বারসিয়া সুরে)
আমার মন যেন আইজ্ করে রে কেমন।
আমায় ধর নিতাই,
(ও নিতাই), জীবকে হরিনাম বিলাইতে,
উঠল ঢেউ প্রেম নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই ॥
(ও নিতাই), যে দুঃখ আমার অন্তরে,
এমন ব্যথিত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায় ॥
(আমার), সঞ্চিত ধন ফুরাইল,
তবু জীব উদ্ধার না হলো,
মহাজনের দায়ে আমি বিকাইয়া যাই ॥

শ্রীপাদ! গোলক হইতে, কৃপাময়ী শ্রীমতী রাধার নিকট যে ধন লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ফুরাইয়া গেছে, এখন জীবের উপায় কি বল?

নিতাই। এই জগতে তোমার প্রকাশে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে সমস্ত দেশ উদ্ধার হইয়া যাইবে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, ম্লেচ্ছ, পতিত, ইত্যাদি কেহ বাকি থাকিবে না।

নিমাই। শ্রীপাদ, সন্ন্যাস লইয়া আমি দেশ ত্যাগ করিলাম। তুমি ত আমার স্নেহে আবদ্ধ হইয়া আমার সঙ্গে আইলে। ইহাতে কি হইল না গৌড়দেশ আর উদ্ধার হইল না। তুমি ব্যতীত সে কার্য্য কে করিবে?

নিতাই। প্রভু তোমার আজ্ঞা কি, বল। তোমার নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারি, তা তুমি ত জানো।

নিমাই। আমার এই মিনতি তুমি গৌড়দেশে ফিরিয়া যাও।

নিতাই। এটা আমি পারিব না। আমি তোমাকে একতিল ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

নিমাই। শ্রীপাদ আমাদের নিজ সুখ বাঞ্ছা করার অধিকার নাই। আমরা যদি নিজ সুখ বাঞ্ছা করি তবে আর জীব উদ্ধার হয় না।

নিতাই। যদি প্রচারের নিমিত্ত সেখানে কোন ভক্ত পাঠাইতে হয় তবে আর কাহাকে পাঠাও। তোমার ত লক্ষ লক্ষ ভক্ত আছেন। পাঠাইবার প্রয়োজনই বা কি? সেখানে ত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আছেন?

নিমাই। শ্রীপাদ, গৌড় বড় কঠিন স্থান, সেখানে জ্ঞান লইয়া জীবে উন্মত্ত, শ্রীআচার্য্যের জ্ঞানে সেখানে তত ফল হইবে না। সেখানে, যাহারা তোমার ন্যায় প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছেন,তাহারাই কৃতকার্য্য হইবেন।

নিতাই। বুঝিলাম না।

নিমাই। গৌড়ে বহুতর মহাজ্ঞানী লোকের বাস। সেখানে কোন জ্ঞানের কথা বলিলে, তাহারাও ঐরূপ জ্ঞানের কথা বলিবেন। তাহাতে কেবল তর্ক হইবে, কোন ফল হইবে না। কিন্তু তুমি ত আর তা করিবে না। যদি কেহ নাম না লয়, তবে তুমি কান্দিয়া তার পা ধরিয়া পড়িবে, আর তখনি সে জ্ঞান দূরে ফেলিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইবে।

নিতাই। প্রভু তোমার পায়ে পড়ি, আর কাহাকে পাঠাইয়া দাও। তোমাকে ছাড়িয়া গেলে আমি প্রাণে মরিব।

নিমাই। (নিতাইর হাত ধরিয়া) শ্রীপাদ বিতণ্ডা করিও না। আমার জীবে স্নেহ আর কতটুকু? আমার যা কিছু জীব প্রেম আছে, তাহা তোমার নিকট শিখিয়াছি ও পাইয়াছি। তুমি গৌড়দেশে যাও, যাইয়া দুঃখী জীবকে উদ্ধার কর। শ্রীপাদ আমি তোমাকে অতি কাতরে মিনতি করি। (ক্রন্দন)

নিতাই। (ক্রন্দন) আমি দেহ, তুমি প্রাণ, সুতরাং আমার স্বাতন্ত্র্য মাত্র নাই, যাহা আজ্ঞা কর, তাহাই করিতে হইবে।

নিমাই। শ্রীপাদ, জীবের নিমিত্ত আমি সন্ন্যাস লইয়াছি, কিন্তু তোমাকে আমা অপেক্ষা কোটীগুণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

নিতাই। সে কি রূপ?

নিমাই। তুমি অবধুত। সংসার ও কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছ। তোমার আবার সংসারে আসিতে হইবে। তোমার বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইবে।

নিতাই। তাহাতে কি হইবে?

নিমাই। তাহাতে শাস্ত্র মতে তুমি পতিত হইবে। সমাজের মতে পৃথিবীর মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত হইবে। লোকে তোমাকে বিদ্রূপ করিবে, ঘৃণা করিবে, ভণ্ড বলিবে, তোমাকে ছি ছি করিবে।

নিতাই। এ সব আমায় করিতে হইবে কেন?

নিমাই। শ্রবণ কর। আমি সংসার ত্যাগ করিলাম, তুমি ত পূর্ব্বে করিয়াছ। সুতরাং জীবের এক বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংসার ত্যাগ না করিলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হয় না। এরূপ বিশ্বাস হইলে কেবল উদাসীন লোকেই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে, আর তাহাদের মধ্যে বিস্তর ভণ্ড হইবে।

নিতাই। তার পর?

নিমাই। তাই তোমার আবার গৃহী হইয়া দেখাইতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সংসারত্যাগ প্রয়োজন নাই। জীবের কেবল প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম, তাহা হইলেই হইল। তুমি গৃহী হইলে তবে লোকে বুঝিবে ভজনসাধনে সংসারত্যাগ সব সময়ে কর্ত্তব্য নয়।

নিতাই। প্রভু, বুঝিলাম, তুমি শচী মাতাকে ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে, জীবের উদ্ধার নিমিত্ত, বধ করিয়াছ। আমি ক্ষুদ্র, আমাকেও সেইজন্য বধ

করিতে চাও। তাহাই হউক, আমার সর্ব্বনাশ হউক, কিন্তু জীব উদ্ধার হউক। (ক্রন্দন)

নিমাই। দেখ শ্রীপাদ, তোমার ঐ পবিত্র অসীম শক্তি সম্পন্ন দেহ দ্বারা কত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমি আগেই বলিতেছি যে, তুমি গৃহী হইলে তোমাকে বহুতর লোকে গ্লানি করিবে। তখন ভাবিও যে আমাদের কার্য্য এই যে, নিজ স্কন্ধে দুঃখ লইয়া অন্যের দুঃখ মোচন করিব।

নিতাই। জীবের দুঃখ মোচন করিতে যে দুঃখ সে ত দুঃখ নয় মহাসুখ, আমাকে সে দুঃখ যথেষ্ট পরিমাণে দাও।

নিমাই। তা জানি, তুমি দয়াল শিরোমণি। তবে শ্রীপাদ আমার আর একটী নিবেদন আছে।

নিতাই। বল তোমার কি আজ্ঞা, সমুদায়ই প্রাণপণে পালিত হইবে।

নিমাই। যখন গৌড়দেশে হরিনাম বিলাইবে, তখন লোক বাছিয়া উহা বিলাইতে পারিবে না। যাহাকে সম্মুখে পাইবে, তাহাকেই উদ্ধার করিবে। একটী কথা স্মরণ করাইয়া দেই। যাহারা সুস্থ, তাহাদের চিকিৎসক কি ঔষধের প্রয়োজন নাই। তুমি যদি কেবল সাধু দেখিয়া উদ্ধার কর, তবে সুস্থ লোককে চিকিৎসা করা হইবে। কিন্তু তাহা নয়, যে যত পতিত ও পাপী, সে তত তোমার কৃপার ভাজন হইবে। অগ্রে পাপী পরে অন্য, বুঝিলে ত? আরো এক কথা আছে।

নিতাই। বল, বল, আর বিলম্ব করিও না, আমি চলিলাম, তোমার আজ্ঞা পালন করিতে এক দৌড়ে গৌড়দেশে যাবো।

নিমাই। শ্রীপাদ! যাহারা পণ্ডিত লোক, যাহাদের মনে বিশ্বাস যে তাহারা খুব জানে, তাহাদের জানিবার আর কিছু নাই; কিম্বা যাহারা দাম্ভিক, যাহাদের মনে বিশ্বাস যে, তাহারা খুব সাধু কি ভক্ত, তাহাদের ন্যায়

দুঃখী ও হতভাগ্য জগতে আর নাই। দেখ গৌড়দেশে অনেক পণ্ডিত পাইবে, যাঁহারা শাস্ত্র লইয়া বাক্যের বিকিকিনি করেন, অথচ ভগবৎ-প্রেম কি ভক্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিবে।

(গদাধর দাস, বাসুদেব ঘোষ ও রামদাস প্রভৃতি ভক্তের প্রবেশ ও প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করণ।)

নিমাই। কে হে গদাধর দাস, কে হে রামদাস আসিয়াছ, কে হে বাসু? এসো, এসো, আমি তোমাদের স্মরণ করিতেছিলাম। ভাগ্যে তোমরা আসিয়াছ। শ্রীপাদ গৌড়দেশ উদ্ধার করিতে যাইতেছেন, তোমরা উঁহার সঙ্গে গমন কর।

নিতাই। প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ কর। প্রথম আজ্ঞা যে, যে সম্মুখে পড়িবে, তাহাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। দ্বিতীয় যে যত পাপী, তাহাকে তত কৃপা করিতে হইবে। আর তৃতীয়তঃ যে বড় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ও ধর্ম্মাভিমানী, তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃপা করিতে হইবে।

বাসু। যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই উদ্ধার করিবে, এরূপ আজ্ঞা কেবল শ্রীভগবান্ স্বয়ং করিতে পারেন। আমরা যদি নিজ শক্তিতে এ কার্য্য করিতে যাই, তবে কেহই হরিনাম লইবে না। কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা লইয়া যাইতেছি, কাহার সাধ্য তাহা অতিক্রম করে? যাহাকে হরিনাম দেওয়া হইবে সে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় উহা গ্রহণ করিবে।

নিতাই। উঠ, তবে চল যাই :—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সেই আমার প্রাণ ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নদীয়া, সুরধুনী তীর।

(ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।)

ন্যায়। মাতাল গুলা আসিয়া গৌড়দেশ ঝালাপালা করিয়া ফেলিয়াছে।

বিদ্যা। হাঁ চারিদিকে কেবল হরিধ্বনি, দেশটা পবিত্র করিয়া তুলিল।

ন্যায়। কেমন পবিত্র করিল আগে শুন। কৃষ্ণচৈতন্য নীলাচল হইতে ১০।১১ জন পাগল এই গৌড়দেশে পাঠাইলেন। কেননা জীবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত। অথচ ইহারা সকলে পাগল। গদাধরদাস এই দলের একজন। সে পানিহাটীর কাজীর বাটী যাইয়া বলে, "ওরে কাজী বেটা, বেরো আর হরি বল, নতুবা তোর মুণ্ড ছিঁড়িব।" কাজী ক্রোধে অধীর হইয়া, "কেরে বেটা" বলিয়া, তাহাকে ধরিতে ও মারিতে আসিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া অমনি নম্র হইল। ভাগ্যে সে কিছু বলিল না, কিন্তু সে যবন তাহার নিকট তোমার ওপ পাকামী করিতে যাওয়া কেন?

বিদ্যা। পাকামী ঠিক নয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উহাদিগকে কি শক্তি দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগকে দেখিয়া লোকে দ্রবীভূত ও ভক্তিমান হইতেছে।

ন্যায়। তোমারও কপাল পুড়েছে না কি?

বিদ্যা। কপাল পোড়া নয়। শুন, ইহাদের আহার নাই, নিদ্রা নাই, আরাম নাই; ইহারা যেন দিবা নিশি আনন্দে গলিয়া পড়িতেছে। ফলেন পরিচীয়তে। উহারা আসাবধি লক্ষাধিক লোক ধর্ম্মপথে আসিয়াছে। সুতরাং ইহারা যদি পাগল হয় তবে কাজের পাগল!

ন্যায়। কেন? এরা কি পণ্ডিত? এরা কি শাস্ত্র জানে? এরা কি তপস্যা করিয়াছে? কেবল নাচিয়া ও গান গাহিয়া বেড়ায়। (নেপথ্যে গীত)

ঐ দেখ কে আসিতেছে বোধ হয় উহারা। (একজন ভক্ত নাচিতে ও গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)।

ভক্ত। (গাত) "হরিনাম দিয়া জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই! সঙ্গে গৌর থাক্‌লে কি না হ'ত।"

ন্যায়। এসো, কে তুমি একটু দাঁড়াও, মাতলামি করিতেছ কেন?

ভক্ত। (দাঁড়াইয়া গীত) "সঙ্গে গৌর থাক্‌লে কি না হ'ত।"

ন্যায়। গৌর থাক্‌লে কি হ'ত?

ভক্ত। ঠাকুর একা নিতাই জগত মাতালেন, সঙ্গে গৌর থাক্‌লে কি না হ'ত!

বিদ্যা। তোমার নিতাই কি করিতেছেন?

ভক্ত। নিতাই একেবারে সমভূমি করিতেছেন। বড়কে ছোট, ছোটকে বড়। যে পাপী, তাহাকে পরম ভক্ত; যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, তাহাকে তৃণাপেক্ষা দীন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ শূদ্রের পাদোদক পান করিতেছে, স্ত্রীলোক আচার্য্যের কার্য্য করিতেছে, আর ভুবনমঙ্গল হরিনাম জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ন্যায়। তোমার নিতাইকে একবার এখানে আনিতে পারো? তাকে বল যে সে আমার সহিত বিচার করুক। শুধু মাতলামি করিলে হয় না।

ভক্ত। শ্রীনিত্যানন্দ বিচার করিবেন? তিনি যে এখন মালী হইয়াছেন। শুন্‌বে?

(গীত।)

ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
নিতাই ডাকে আয় আয়, অদ্বৈত ডাকে আয়॥ (নৃত্য)
আমার নিতাই মালী, মাথায় ডালি, প্রেমফল বিলায়।
(ছড়াইয়া দেয় গো।)

আবার নিতাই কি করিতেছেন শুন। (গীত ও নৃত্য)

"এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়। (যত বিলায় তত বাড়ে), (ফুরায় না ফুরায় না।")

আর এক কথা শুন নাই, দেশে যে বন্যা আসিয়াছে।

(নৃত্য ও গীত) "প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।"

বিদ্যা। (ভগ্নস্বরে) এ সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ কেমন করে। (ভক্তের হাত ধরিয়া) বাপু হে তুমি এরূপ মনের ভাব কোথায় পেলে ?

ভক্ত। কি ভাব ?

বিদ্যা। এই যে আনন্দে ডগমগ করিতেছ ?

ন্যায়। খানিক মদ খেয়েচে আর কি।

বিদ্যা। তা নয়। মদ খেয়ে যারা মাতাল হয় তাহাদিগকে দেখিলে ঘৃণা হয়। ইহাদের দেখিলে যে প্রাণ কান্দিয়া উঠে!

ন্যায়। বিদ্যাবাগীশের হইয়া আসিয়াছে। দেখো সামাল, টলিয়া পড়ো না, মাথায় খানিক জল দেব ?

বিদ্যা। (ভক্তের প্রতি) তোমার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোথা ?

ভক্ত। তিনি এই পথে যাইবেন, ঐ শুন কীর্ত্তনের রোল। (দূরে কীর্ত্তনের ধ্বনি) (নিত্যানন্দ ও ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)।

ভক্তগণ। (নৃত্য করিতে করিতে গীত)

হরিবল, হরিবল, হরিবল ভাই।
নাম বিনা কলিযুগে আর গতি নাই॥

(ও দিন বয়ে গেল রে) (মিছা কাজে তোর দিন বয়ে গেল রে।)

পূর্ব্বকার ভক্ত। (নিত্যানন্দের প্রতি) ঠাকুর শান্ত হও, এখানে দুটি জীব আছেন ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া যাও।

নিতাই। বটে ত। প্রভুর আজ্ঞা যে যাহাকে সম্মুখে পাবে, তাহাকেই হরিনাম দিবে। সমুদয় পথ বন্ধ কর, যেন কেহ না পলায়ন করে। (বিদ্যাবাগীশের হাত ধরিয়া) তুমি বুঝি সেই দুজনের একজন? তোমাকে পরীক্ষা করিতেছি। তুমি কি মনে মনে ভাব যে তুমি বড় পণ্ডিত?

বিদ্যা। না, আমি কিছুই জানি না।

নিতাই। বেশ! তুমি কি মনে ভাব তুমি বড় সাধু?

বিদ্যা। না, আমি বড় অধম।

নিতাই। তবে তুমি এখন থাকো। তুমি ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছ না, কারণ সম্মুখে পড়িয়াছ। যাহা হউক তোমার পীড়া তত গুরুতর নয়, তোমার চিকিৎসা একটু পরে হইলে চলিতে পারে।

বিদ্যা। বুঝিলাম না।

নিতাই। তবে বোঝো। আমার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা এই যে যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকে উদ্ধার করিবে। তুমি সম্মুখে পড়িয়াছ, অতএব তোমার আর অব্যাহতি নাই।

বিদ্যা। এই যে বলিলেন, আমার পীড়া তত গুরুতর নয়, অতএব আমার চিকিৎসার নিমিত্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার মানে কি?

নিতাই। শুন, তিনি আর কি বলিয়াছেন। যিনি দাম্ভিক, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রভুর এই আজ্ঞা। তুমি দাম্ভিক নও, অতএব তোমার উদ্ধার এখন থাকুক।

বিদ্যা। না তাহা হইবে না। আমি যে এই মাত্র পরিচয় দিলাম যে আমি দীন,—সে কপটতা, আমার মন অভিমানে পূর্ণ। অতএব আপনি এখনি আমাকে উদ্ধার করুন।

নিতাই। আচ্ছা, তাই হউক। তবে তোমাকে আর উদ্ধার করিব কি? তুমি যে উদ্ধার হইয়া আছ। তুমি যে প্রভুর নিজ জন। তোমার যে হৃদয় ভক্তিপূর্ণ। তোমাতে যে প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা।

বিদ্যা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

নিতাই। ভাল, হরিবল।

বিদ্যা। হরিবোল, হরিবোল হরি।

নিতাই। (বিদ্যাবাগীশের হাত ধরিয়া) এসো, হরিবলি আর নৃত্য করি। (এইরূপ মুখে হরিবোল ও উভয়ের নৃত্য) (বিদ্যাবাগীশের পতন ও মূর্চ্ছা।)

নিতাই। (চিৎকার করিয়া) প্রভু! প্রভু! এই আর একটী দাস লও।

১ম ভক্ত। এই যে আর একজন বাকি আছেন। আমাদের ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়।

নিতাই। তাইত, লুকাইয়া আছেন বুঝি? লুকালে চলিবে না। এখন তোমার পালা। আজ্ঞা শুনিয়াছ? যাহাকে সম্মুখে পাবে—

ন্যায়। শুন, আমার এদিকে এসো না, এলে ভাল হইবে না।

নিতাই। খুব ভাল হবে, তোমারও ভাল হবে, আমারও হবে।

ন্যায়। এই দেখ, আমার হাতে দণ্ড, আমার কাছে আসিলে আমি প্রহার করিব।

নিতাই। ভাল, প্রহার আমার অঙ্গের ভূষণ। তুমি কেন, অনেকে আমাকে প্রহার করিয়াছে। তা যাউক। আপনি কি পণ্ডিত?

ন্যায়। হাঁ আমি পণ্ডিত, তোমাদের ন্যায় মূর্খ নই।

নিতাই। আপনি কি বড় সাধু?

ন্যায়। হাঁ সাধু, তোমাদের অপেক্ষা ঢের সাধু তোমাদের ন্যায় ভণ্ড নই।

নিতাই। তবে ত হয়েছে। তুমি যে বড় কৃপার পাত্র। তোমার যে

বেশ অভিমান আছে, যাহার অভিমান আছে সেই শ্রীভগবান্ হইতে বহুদূরে। অতএব তোমাকে উদ্ধার করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। প্রভুর এই আজ্ঞা।

ন্যায়। রেখে দাও তোমাদের ভণ্ডামি, আমি তোমাদের প্রভুকে মানি না।

নিতাই। তুমি প্রভুকে মান না? বোধ হয় তাঁহাকে দেখ নাই, তাঁহার কার্য্য দেখ নাই। এই তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। রূপ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। দুঃখে জীব দেখিলে কান্দিয়া মূর্চ্ছা যান। এত জীবকে কৃপা করিয়াছেন যে, কোটী কোটী লোক এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁর শরণাগত হইয়াছে। তাঁহাকে মান না?

ন্যায়। না মানি না।

নিতাই। তাঁহার শক্তি দেখ। এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কর্ণে হরি-নাম বলিলাম, আর অমনি প্রেমে মূর্চ্ছা গেলেন, একি ভগবৎ শক্তি ব্যতীত হয়? এইরূপ কোটী কোটী জন আমার প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ প্রেম পাইয়া উদ্ধার পাইতেছে।

ন্যায়। বিদ্যাবাগীশ বুঝি উদ্ধার হইলেন। তবে বিদ্যাবাগীশ! (গা ঝাঁকান) কত দূর উদ্ধার হইলে?

নিতাই। অমন করে চেতন করাইতে পারিবেন না। আমি চেতন করাইতেছি। (বিদ্যাবাগীশের কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করণ। এইরূপ করাতে বিদ্যাবাগীশের নয়ন উন্মীলন, পরে উঠিয়া দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য)।

ন্যায়। কি হে বিদ্যাবাগীশ খেপে উঠ্‌লে নাকি?

বিদ্যা। (নৃত্য করিতে করিতে) খেপেছি! খেপেছি! খেপেছি! আমি খেপেছি, তুমিও খেপ, জগত এইরূপে খেপুক। কি আনন্দ! এখন

দেখিতেছি শ্রীভগবান মঙ্গলময় : তিনি আমার, আমি তাঁর, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ !

নিতাই। (ন্যায়ালঙ্কারেরপ্রতি) দেখিলে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিবার ফল ? ইনি বিখ্যাত অধ্যাপক, অটল, গভীর ও জ্ঞানময় ! এখন আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। এ আনন্দের মূল্য যে প্রাণাপেক্ষা অধিক !

ন্যায়। তা হউক, আমার নিকট আসিও না।

নিতাই। তুমি কি ছাড়াইয়া যাবে না কি ? তা হইবে না, প্রভুর এরূপ আজ্ঞা নয়।

ন্যায়। যাবো বই কি ?

নিতাই। আর যেতে হয় না !

ন্যায়। আমি হরিনাম না লইলে তুমি কি করিবে ?

নিতাই। এই দেখ, কি করিব। (করযোড়ে) ঠাকুর ! হরিনাম গ্রহণ কর, তোমাকে মিনতি করিতেছি।

ন্যায়। যাও যাও আমি লইব না।

নিতাই। (সুরে) "এসো ভাই করি বুকে, হরিনাম বল সুখে"। (সহজ স্বরে) হরিনাম বলো, বলিয়া আমাকে একেবারে কিনিয়া লও, আমি তোমার দাস হবো। (দন্তে ও হস্তে তৃণ ধরিয়া) ভাল এই আমি দন্তে ও হস্তে তৃণ ধরিয়া তোমাকে প্রাণের সহিত মিনতি করিতেছি, হরিনাম গ্রহণ কর, করিয়া অনায়াসে তরিয়া যাও, তুমি হরিনাম লইয়া দয়াময় কৃষ্ণকে কৃপা কর !

ন্যায়। যাও, আমাকে বিরক্ত করিও না, আমি পারিব না, আমি গৃহে যাই।

নিতাই। (জানু পাতিয়া) ভাই এরূপ সৌভাগ্য কেন ছাড়িবে ? হে ভগবান ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে শ্রীগৌর ! এই ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে গ্রহণ

কর। (রোদন) ভাই এসো, সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাণনাথকে ভজনা করি। তুমিও যাঁর, আমিও তাঁর। আমি তাঁকে ভজনা করিব, আর তুমি করিবে না, ইহা কিরূপে হয়?

ন্যায়। তা হউক, আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, এখন আমি বাড়ী যাই।

নিতাই। শুভকার্য্যে আবার বিলম্ব কি? হলো না, হলো না, হে শ্রীভগবান! এই ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে গ্রহণ কর। (মৃত্তিকায় গড়াগড়ি) প্রাণ যায়, প্রাণ যায়! হে শ্রীভগবান্ তুমি যদি এই ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে এখনি গ্রহণ না কর, তবে সত্য সত্য আমি মাথা কুটিব, কুটিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

ন্যায়। এ আবার কি ভোগ? আর কেন থাকুক না? এই দেখ আমার ক্রন্দন আসিতেছে। লোকে কি বলিবে? আমি যদি এখন হরিবোলি, হরিবোলি, হরিবলি, তবে লোকে বিদ্রূপ করিবে। হরি এখন বলিব না। (চেঁচাইয়া) হরিবোল হরি, কখনও বলিব না, হরিবোল হরি। মুখে যে আপনি আইসে। এ কি ভোগ, হরিবোল হরি!

নিতাই। (উঠিয়া ন্যায়ালঙ্কারের হাত ধরিয়া) এস ভাই নৃত্য করি। (হাত ধরিয়া নৃত্য) (ন্যায়ালঙ্কারের নৃত্য)।

ন্যায়। বাঁচিলাম! আমি ন্যায়ালঙ্কার আমি বাঁচিলাম! হে শ্রীগৌরাঙ্গ! আমাকে নাচাইলে, আমাকে এখন ক্ষমা কর। হে প্রভু! এই দীন ভক্তি শুষ্ক, কঠিন, জ্ঞানাভিমানী নির্ব্বোধকে চরণে গ্রহণ কর।

(মূর্চ্ছা)

নিতাই। একজনকেও ছাড়বো না। এসো ভাই আমাদের নূতন কৃষ্ণের দাসকে ঘিরিয়া নৃত্য করি। (সকলে হাত ধরাধরি করিয়া ন্যায়ালঙ্কারকে ঘিরিয়া নৃত্য ও গীত)।

সকলের গীত।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
(একবার উদয় হও হে ॥)
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নিমায়ের বাড়ী।

(তণ্ডুলপূর্ণ ও শূন্য দুটী মালসা সম্মুখে শ্রীমতী, বিষ্ণুপ্রিয়া জপে আসীনা।)

শ্রীমতী। কাঞ্চনা! এ দিকে আয়। (কাঞ্চনার প্রবেশ) আজ একটী আশ্চর্য্য দেখিয়াছি।

কাঞ্চনা। ঠাকরুণ! তুমি কথা কহিতে ক্ষান্ত দাও। এক ফেরা মালা জপিবে, আর একটী করিয়া তণ্ডুল উঠাইয়া রাখিবে, সেই কয়েকটী তণ্ডুল তোমার সমস্ত দিনের আহার। তুমি যে কেবল এক ক্ষুদ্রমুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন গ্রহণ করিয়া এতদিন জীবিত আছ ইহা কেবল প্রভুর কৃপা।

শ্রীমতী। তা হোক্। আজ ৫ বৎসর প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও ইহকালের সুখ ফুরাইয়াছে। কিন্তু আজ আমার অন্তর আনন্দে পরিপ্লুত হইতেছে, আমার বাম আঁখি নৃত্য করিতেছে, ইহার বা কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না।

কাঞ্চনা। ঠাকরুণ তুমি যেরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, এরূপ কেহ কখনও করে নাই। নিশ্চয়ই প্রভু আসিয়া তোমাকে দর্শন দিবেন।

শ্রীমতী। অদ্য গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখিলাম কি—

কাঞ্চনা। তুমি যখন গঙ্গাস্নান করিতে যাও, তখন শচী মায়ের আঁচল ধরিয়া যাও। তোমার নয়ন দুটী তখন মায়ের পাদপদ্মে নিবিষ্ট থাকে, তুমি দেখিলে কিরূপে ?

শ্রীমতী। আমি হরিধ্বনি শুনিয়া মুখ তুলিলাম। শুনিলাম যেন কোটী কোটী লোক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া হরিধ্বনি করিতেছে

দেখি যে ওপারে, কুলিয়া নগরে, কোটী কোটী লোক বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য করিতেছে। তখন ভাবিলাম, অবশ্য প্রভু ইহার মাঝে আছেন, প্রভু ব্যতীত এ কার্য্য কে করিবে? তখন দেখিলাম, আমার ভ্রম কি না তাহা বলিতে পারি না, যেন সেই কোটী লোকের মধ্যস্থলে একজন নৃত্য করিতেছেন, আর তাঁহাকে ঘিরিয়া সকলে নৃত্য করিতেছে। যদি বল দেখিলাম কিরূপে? তাহার কারণ তিনি সকলের অপেক্ষা দীর্ঘকায় ও সকলের অপেক্ষা সুন্দর।

কাঞ্চনা। তবে তিনিই যে আমাদের ঠাকুর, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ কোটী লোকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে দেখা যায়, এরূপ সুদীর্ঘ পুরুষ তিনি ব্যতীত আর কে? আর তুমি বলিতেছ, সুন্দর পুরু, আমাদের ঠাকুরের বর্ণও কাঁচা সোণার ন্যায়। ওরূপ বর্ণ আর কাহারও নাই।

(নেপথ্যে কোলাহল ও হরিধ্বনি, একজন ভক্তের প্রবেশ)

ভক্ত। কই—কোথা, শচী মা কোথা? প্রভু আসিতেছেন!

(শ্রীমতীর অভ্যন্তরে প্রস্থান ও শচীর প্রবেশ)

শচী। কি বলছো বাপু?

ভক্ত। আর কি শুভদিন উপস্থিত, ঠাকুর বাড়ী আসিতেছেন!

শচী। তুমি কি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ? তিনি সন্ন্যাসী, তিনি কিরূপে ঘরে আসিবেন। (নেপথ্যে হরিধ্বনি)

ভক্ত। ঐ শুন, তিনি আসিতেছেন! ঠাকুরাণি, তুমি কি জাননা যে সন্ন্যাস করিলে একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। সেই নিয়মানুসারে প্রভু আসিতেছেন।

(প্রভু ও ভক্তগণের প্রবেশ)

শচী। এই কি আমার বাপ নিমাই ? এসো বাপ, আমার কোলে এস।

(প্রভুর প্রণাম)

প্রভু। মা আমি তোমার অবুঝ সন্তান, আমার দ্বারা তোমার কোন সাহায্য হইল না, কোন সুখই পাইলে না।

শচী। ছি বাপ, অমন কথা বলিও না, তুমি যার সন্তান, তার আবার দুঃখ কি ? আমার মরণ সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি এটা বুঝিয়াছি, যে তোমার গর্ভধারিণী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইব। তবে আর দুঃখ কি ?

প্রভু। (উঠিয়া) মা আমি চলিলাম।

শচী। বাপ, এখানে আজ ভিক্ষা কর, আমি একবার রন্ধন করিয়া তোমাকে মনের মতন খাওয়াই।

প্রভু। মা তুমি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বাটীতে যাও আমিও সেখানে যাই-তেছি। সেখানে আমি তোমার হস্তে ভিক্ষা করিব।

(সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রীমতীর প্রবেশ ও প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

প্রভু। (পশ্চাতে দু পা হটিয়া) কে তুমি ? কি চাও ?

শ্রীমতী। আমি আপনার দাসীর দাসী। প্রভু তোমার কৃপায় ত্রিজগতের সবাই উদ্ধার পাইয়া গেল। কেবল হতভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া পড়িয়া ব[illegible]। প্রভু আমি আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব ? আমার অভাব কি ? আমি গৃহে থাকি, তুমি বনে থাক। আমি বস্ত্র পরি-ধান করি, তোমার কৌপীন মাত্র সম্বল। তবে কি না প্রভু অন্তিম কালে তোমার শ্রীচরণ প্রাপ্ত হই, এই আমার প্রার্থনা।

প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, তাঁহাকে ভজনা কর।

শ্রীমতী। আমি তোমাকেই জানি, শ্রীকৃষ্ণকে জানি না। তুমি আমাকে এমন কিছু দিয়া যাও যে, যে কয়দিন জীবন ধারণ করি, তোমার স্মরণে ও মননে কাল কাটাইতে পারি।

প্রভু। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তাহাই হউক, আমার পরিবর্ত্তে আমার এই দুইখানি খড়ম তোমায় দিলাম। তুমি ইহা গ্রহণ কর।

(খড়ম প্রদান)

শ্রীমতী। (খড়মকে প্রণাম করিতে করিতে) তুমিই আমার প্রভু, তোমাকে আমি পূজা করিব। তোমাকেই হৃদয়ে ধারণে আমার বিরহ যন্ত্রণা দূর করিব।

(খড়ম চুম্বন ও হৃদয়ে ধারণান্তর মস্তকে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান ও সকলের হরিধ্বনি)।

যবনিকা পতন।